ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-200 ■ 30 April, 2025 ■ আগরতলা ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ১৬ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পহেলগাঁওয়ে নৃশংস হত্যালীলা

সরকার ও সেনার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠক আজ

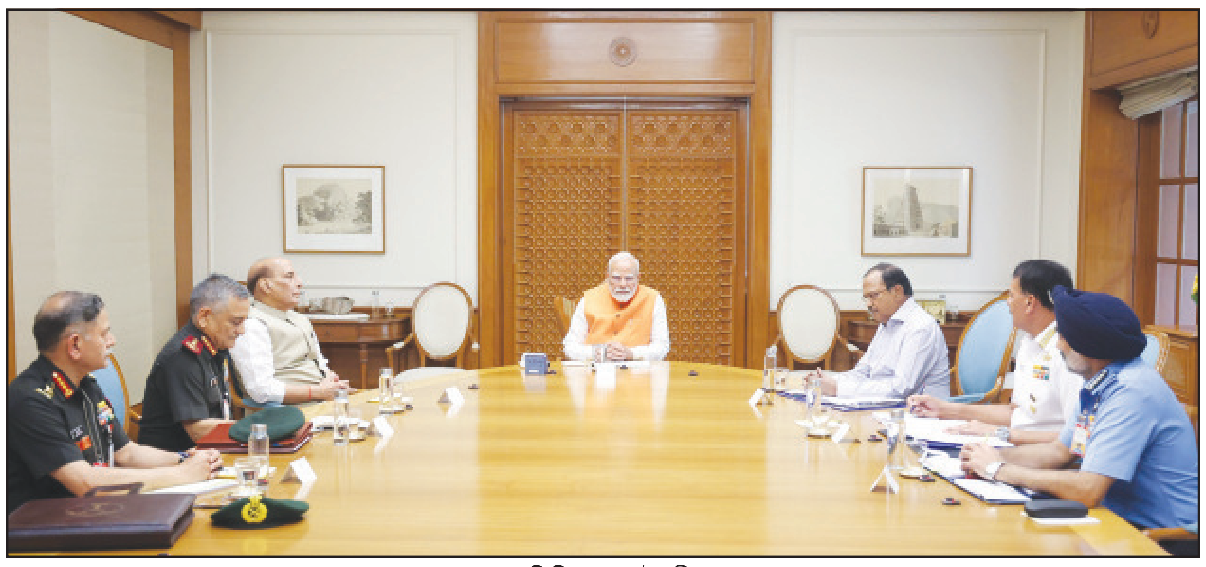

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ।। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংস হত্যালীলা গোটা ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে, এখন দিল্লির ততরতা তুঙ্গে উঠেছে। পহেলগাঁও নিয়ে ঘন ঘন জরুরি বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী। তেমনি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও মন্ত্রকের শীর্ষস্থানীয় কর্তাদের সাথে বৈঠক করছেন। মঙ্গলবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭, লোককল্যাণ মার্গে জরুরি বৈঠক করেছেন নরেন্দ্র মোদী। অন্য দিকে, অমিত শাহও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে শীর্ষস্থানীয় কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন।

পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারতের ভূ-স্বর্গ হিসেবে সুপরিচিত কাশ্মীর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে। কিন্তু, এখনও সেখানকার পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে। উপত্যকা কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। পহেলগাঁওয়ের পরিস্থিতি নিয়ে পৃথক বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মঙ্গলবার পহেলগাঁও নিয়ে জোড়া বৈঠক করেছেন মোদী এবং শাহ। বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭, লোককল্যাণ মার্গে জরুরি বৈঠকে সেরেছেন মোদী। সেই বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, তিন বাহিনীর প্রধান এবং সিডিএস অনিল চৌহান। জানা গেছে, পহেলগাঁও হামলা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতেই বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অন্য দিকে, শাহও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে শীর্ষস্থানীয় কর্তাদের সঙ্গে একই ইস্যুতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন।

প্রসঙ্গত, সোমবারই জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসেছিলেন মোদী। সেই বৈঠকের এক দিন পরেই নিজের বাসভবনে সরকার এবং সেনার শীর্ষস্থানীয়দের নিয়ে আলোচনায় বসলেন তিনি। পহেলগামে নৃশংস জঙ্গি হামলায় ২৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই পর্যটক। সেই ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামীকাল ৩০ এপ্রিল নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (ঋঞ্ছছ) বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। এটি হবে পহেলগাম হামলার পর দ্বিতীয়বারের মতো উচ্চ পর্যায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতির প্রায় ৯০ শতাংশ মথার পক্ষে

জোট শরিককে চাপে রাখার কৌশল প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রায় ৯০ শতাংশ লোকেই তিপরা মথার সর্মথনে রয়েছে। বাকি ১০ শতাংশ লোককে দলে আসার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রদ্যোত। আজ সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে এমনটাই দাবি করে শাসক দল বিজেপিকে চাপে রাখতে চাইছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। কারণ, সামনেই এডিসি এবং আঠাশের বিধানসভা নির্বাচন। আজ থেকেই চাপের রাজনীতি খেলা শুরু করেছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, বিলোনিয়া বল্লামুখা এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ আইনকে লঙ্ঘন করে বাংলাদেশ সীমান্তে বাঁধ নির্মাণ করছে। এরই প্রতিবাদে গতকাল বনকর উত্তর পাড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে তিপরা মথার কর্মী ও সর্মথকরা। তারপর থেকে গোটা দেশে তিপরা মথার নিয়ে জোর চর্চা চলছে। কারণ, গতকাল ভারত এবং বাংলাদেশের ইস্যু নিয়ে তিপরা মথা নিজেদের শক্তির জানান দিয়েছে। যে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছে বিপদজনক পরিস্থিতিতে ভারতের হয়ে গোটা দেশে আন্দোলনে নামার সার্মথ্য রাখি। এর জন্য তিপরা মথার যুব সংগঠনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, বিগত দিনে তিপ্রাসার নিজেদের দাবি জানানে তাঁদের ভারতবিরোধী বলা হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে গোটা দেশবাসী বুঝতে পেরেছে তিপ্রাসা কখনো ভারতবিরোধী মনোভাব নিয়ে কাজ করে নি। তাঁরা বরাবর ভারতকে ভালোবেসে এসেছে। তাঁরা শুধু অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই জারি রেখেছে। কিন্তু তিপ্রাসাদের মধ্যে ফাঁটল ধরাতে অনেকেই চেষ্টা করছে। সামাজিক মাধ্যমে ককবরক ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহারের দাবিতে কেন তিপরা মথা আনদোলন করছে না তা নিয়ে ভুল মন্তব্য করছে। সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ককবরক ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহারের দাবির সাথে তিপরা মথা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই জারি রাখবে।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, ককবরক জন্য রোমান লিপি ব্যবহারের দাবি ত্রিপুরার আদিবাসীদের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন। কোকবোরোকের জন্য রোমান লিপি গ্রহণের পক্ষে সোচ্চার হয়েছি এবং এই দাবির সাথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা ভারতীয় সংবিধানের ৮ তম তফসিলে ককবরক ভাষার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কিছু সংস্থার সাম্প্রতিক প্রস্তাবগুলির সাথে একমত নই। যার সরকারী লিপি হিসাবে শুধুমাত্র দেবনাগরী বা বাংলা চাইছে। বাংলা এবং দেবনাগরী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী সুধাংশুর মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক

কংগ্রেসের সংবিধান বাঁচাও অভিযানে উত্তাল আগরতলা, বিক্ষোভে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। রাজ্যজুড়ে প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকে আয়োজিত 'সংবিধান বাঁচাও অভিযান'-এর অংশ হিসাবে সোমবার আগরতলা চত্বরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সংবিধান রক্ষার দাবিতে আয়োজিত এই আন্দোলনে শহরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ র‍্যালি শেষপর্যন্ত পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি ও ব্যারিকেড ভাঙার ঘটনার মধ্য দিয়ে চরমে পৌঁছায়।

প্রদেশ কংগ্রেসের ঘোষণা অনুযায়ী, ২৭ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যব্যাপী এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে এক বিক্ষোভ র‍্যালি সূচনা হয়। র‍্যালিতে অংশ নেন প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা সুদীপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানবিকতা !

লাখ টাকার চেক পেয়ে থানায় দিল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ এপ্রিল।। মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন রাজারবাগ এলাকার এক যুবক পাপাই কুন্ড। মঙ্গলবার সকালে রাজারবাগের সবজি বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়ে তিনি রাস্তায় একটি চেক পড়ে থাকতে দেখেন।

চেকটি হাতে নিয়ে ভালোভাবে খতিয়ে দেখেন পাপাই। দেখা যায়, এটি ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের একটি চেক, যাতে এক লক্ষ টাকা লেখা রয়েছে। চেকটিতে সাক্ষর করা ছিল সুমন কান্তি দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির।

সততা ও সচেতনতার পরিচয় দিয়ে পাপাই চেকটি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আশপাশে দাঁড়িয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারায়ণ সরকারের তরমুজ ক্ষেত পরিদর্শন করে

কৃষকরা রাজ্যের সম্পদ ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। তরমুজ চাষে বৈচিত্র্য ও উদ্ভাবনী চেষ্টায় কৃষক নারায়ণ সরকারের প্রশংসা করলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ। মঙ্গলবার বিকেলে গোলাঘাটি কাঞ্চনমালা এলাকার এই অভিজ্ঞ কৃষকের তরমুজ ক্ষেত পরিদর্শন করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ড. পি. বি. জমাতিয়া সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। দীর্ঘদিন ধরেই কৃষিকাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত নারায়ণ সরকার। সারা বছর মরিচ, পেঁয়াজ, টমেটোসহ বিভিন্ন শাকসবজি চাষের পাশাপাশি তরমুজ চাষেও সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তিনি। বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন জাতের তরমুজ চাষ করে আসছেন এই কৃষক। তাঁর চাষ করা তরমুজগুলির মধ্যে কিছু ভেতরে লাল, কিছু হলুদ, আবার কিছু সবুজ রঙেরযা সাধারণ তরমুজ চাষের চেয়ে একেবারেই ব্যতিক্রমী। তাঁর এমন উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও কঠোর পরিশ্রমের খবর পৌঁছেছে প্রশাসনের কানে। সেই সূত্রেই কৃষিমন্ত্রী সরেজমিনে পরিদর্শনে যান তাঁর খেতে। কৃষিমন্ত্রী নারায়ণ সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "এমন কৃষকেরা আমাদের রাজ্যের সম্পদ। সরকার ভবিষ্যতে এই ধরনের উদ্যোগকে আরও বেশি করে উৎসাহ দেবে।"

৪ মে রাজ্যে নিট

পরীক্ষাকেন্দ্র দেখলেন জেলাশাসক ও এসপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। আগামী ৪মে রবিবার সারা দেশের সাথে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নিট পরীক্ষা। এরই উপলক্ষে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র গুলি পরিদর্শন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা শাসক ডা. বিশাল কুমার বলেন, আগামী ৪ মে রাজ্যে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এবারে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষায় নিরাপত্তা সহ যাবতীয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই আজকের এই পরিদর্শন বলে জানান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ গ্রামবাসী অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় প্রায় ৩ দিন ধরে অতিষ্ঠ ফটিকরায়ের গোকুলনগর বাজারের পাশে একটি গ্রাম। তাই বাধ্য হয়ে ফটিকরায় গঙ্গানগর মেইন রোডে ২০৮ নং বিকল্প জাতীয় সড়কে অবরোধ করেন এলাকাবাসী। ফলে অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় প্রায় ৩ দিন ধরে অতিষ্ঠ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩ দফা দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বামছাত্র সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল।। কর্মসংস্থান, দুর্নীতি ও জঙ্গলের রাজত্বের অবসান এবং নেশা ও নেশা কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছে ডি ওয়াই এফ আই এবং টি ওয়াই এফ আই। এদিন আগরতলা, দক্ষিণ আগরতলা, পূর্ব আগরতলা এবং মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে নেতাজি চৌমুনী এলাকা থেকে এই মিছিলটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের এক কর্মী বলেন, রাজ্যে শাসন তলানিতে ঠেকেছে। আইনের শাসন বলতে কিছুই নেই। তাছাড়া, রাজ্যে বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। কাজের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ঘুরছেন যুবক যুবতীরা। এদিকে, প্রতিদিন মহাকরণে বসে মন্ত্রীরা যুবক যুবতীদের সাথে প্রতারণা করছেন। ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার দেওয়া একটিও প্রতিশ্রুতি পালন করছেন না। জনগণ যখন বুঝতে পেরেছেন বিজেপি সরকার ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয়। তাই বামপন্থী যুব সংগঠন সমাজ পরিবর্তনের লড়াই শুরু করেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, নেশার সাম্রাজ্যে পরিনত হয়েছে ত্রিপুরা। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফ থেকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

অভিমান করে স্কুল ছাত্রের আত্মহত্যা এলাকায় শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৯ এপ্রিল।। কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত এলাকায় চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা সামনে এসেছে। মাত্র ১৪ বছরের এক স্কুল ছাত্র নিজের বাড়িতে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে খবর। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিহত ছাত্রের পিতা জানান, বাড়িতে কোনও বড় ধরনের অশান্তি ছিল না। তবে সন্তানকে সঠিক পথে রাখার জন্য নিয়মিত বোঝানো হতো, মাঝে মাঝে বকাও দিতেন তিনি ও তার স্ত্রী। পিতার কথায়, "খাওয়া-দাওয়া ঠিক মতো করা, নিয়ম মেনে চলা এবং ভালো মানুষ হয়ে ওঠার জন্য প্রায়ই আমরা তাকে পরামর্শ দিতাম। আজ সকালে চুল কাটার বিষয়েও ছেলেকে বলেছিলাম।"

তবে সেই ছোট্ট বকুনিই যে এমন ভয়ানক পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে, তা বুঝতে পারেননি শোকার্ত বাবা-মা। ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে ৩ মাস পর গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ এপ্রিল।। নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত নির্মল দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ফুসলিয়ে এক নাবালিকাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে, নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়। ঘটনার ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ এবং অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে এবং মামলার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জাগরণ আগরতলা,৩০ এপ্রিল, ২০২৫ইং
১৬ বৈশাখ, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সেনাকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'

পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের আবহ ক্রমশ ঘনীভূত হইতেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনটি সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠক করিয়াছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করিয়াছেন। যিনি সার্বিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া সেনাবাহিনীর উপর পূর্ণ আস্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পরে ভারত কবে প্রত্যাঘাত করিবে, সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাইতেছে দেশজুড়িয়া। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকশেষে মোদির বাসভবনে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মোদি বৈঠকে সেনার উপরে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন প্রত্যাঘাতের। প্রসঙ্গত, এদিনের বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান উপস্থিত ছিলেন।পহেলগাঁও হামলার এক সপ্তাহ পূরণ হইয়াছে। অথচ এখনও মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতেছে ২৮ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা জঙ্গিরা। এ পর্যন্ত কাশ্মীরে বেশ কয়েকটি অভিযান ও ধরপাকড় চালাইয়াও হামলার মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার বা নিকেশ করা যায়নি। এদিকে এই হামলার প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়াছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের জরুরি বৈঠক বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সোমবারও এই একই ধরনের বৈঠক হইয়াছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। তবে আজই সেনাকে প্রধানমন্ত্রী পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন বলিয়া সূত্রের দাবি। প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবার কি প্রত্যাঘাত স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ?এদিকে হামলাকারীদের খোঁজে বর্তমানে কাশ্মীরের চারটি জায়গায় একযোগে চলিয়াছে অভিযান। মঙ্গলবারই এমনটা জানাইয়াছে ভারতীয় সেনা। এদিন সকাল থেকে দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ান জেলার ইয়ারওয়ান জঙ্গলে নতুন করিয়া অভিযানে নামিয়াছে ভারতীয় জওয়ানরা। এর আগে দক্ষিণ কাশ্মীরের অন্য দুটি এলাকায় হামলাকারীদের খোঁজে শুরু হইয়াছিল সেনা অভিযান। সেই দু'টিও এখনও শেষ হয়নি। তাই সব মিলাইয়া কাশ্মীরের বুকে এখন মোট চারটি অভিযান চলিয়াছে।উল্লেখ্য, কাশ্মীরজুড়িয়া আরও বড়সড় হামলার ছক কষিয়াছে জঙ্গিরা! এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিতে পারিয়াছেন গোয়েন্দারা। এরপরই কাশ্মীরের ৮৭টি পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে ৪৮টিই বন্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছে কাশ্মীর সরকার। এসব হিংসাত্মক পরিস্থিতি ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রতি মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাইতে কৌশল নেওয়া হইয়াছে।

আব্দুল গফুরের স্বপ পূরণ

।।কাকলি ভৌমিক।।

ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ফলে আমাদের রাজ্যেও ক'ষকদের আয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে। গতানুগতিক ফসল চাষ না করে নতুন নতুন ফসল চাষে ক'ষকগণ উৎসাহিত হচ্ছেন। বিশালগড় মহকুমায় ক'ষি দপ্তরের পরামর্শে ও উৎসাহে ক'ষকগণ সরিষার চাষ করতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই তারা সাফল্যের মুখও দেখতে পেয়েছেন।

আব্দুল গফুর বিশালগড় ব্লকের একজন প্রগতিশীল সরিষা চাষী হিসেবে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি শুধু নিজেই সাফল্যের মুখ দেখেননি, সরিষা চাষের জন্য সমবয়সী ক'ষকদেরও উৎসাহিত করছেন। সরিষা চাষের জন্য পরামর্শও দিচ্ছেন। বিশালগড় ক'ষি সেক্টর অফিসের পক্ষ থেকে আত্মা প্রকল্পে ২০২৪ সালের ৮ নভেম্বর সরিষা চাষের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রঘুনাথপুরে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সরিষা চাষ, সংরক্ষণ, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং বিপননের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে আব্দুল গফুর সহ ৩৩ জন ক'ষক বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ক'ষি দপ্তরের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল ক'ষকদের বিকল্প চাষে উৎসাহিত করে তাদের আয় বাড়ানো। বৈ'নিক পদ্ধতিতে সরিষা চাষ বিষয়ে ক'ষকদের অবহিত করা। তিনমাসব্যাপী প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে ক'ষকদের ১ হেক্টর এলাকায় সরিষা চাষের জন্য ক'ষি দপ্তর থেকে ২৯,৪৩৯ টাকা করে সহায়তা দেওয়া হয়। তাছাড়া বীজ, সার, ওষুধ দেওয়া হয় তাদের।

বিশালগড় এগ্রি সেক্টর অফিসার প্রদীপ দত্ত জানান, সরিষা চাষের জন্য ৩৯ কেজি বীজ প্রত্যেক ক'ষককে দেওয়া হয়। মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শস্যের রোগজীবাণু প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়েও ক'ষকদের পরামর্শ দেওয়া হয়। তিনি জানান, উৎপাদিত সরিষা ক'ষি দপ্তরই ক'ষকদের কাছ থেকে কিনে নেবে প্রতি কেজি ৮৫ টাকা দরে, যা নাকি বাজার দর থেকে বেশি। এতে ক'ষকরা লাভবান হবেন এবং কম দামে তাদের উৎপাদিত সফল বিক্রি করতে হবেনা। আব্দুল গফুর তার জমিতে ২ মেট্রিকটন সরিষা উৎপাদন করেছেন। তিনি আশা করছেন আগামী মরসুমে আরও বেশি সরিষা উৎপাদন করতে পারবেন। তার স্বপও পূরণ হবে। গফুর সহ অন্যান্য ক'ষকগণ এখন আশা করছেন ক'ষি দপ্তরের সহায়তায় তারা তাদের জমিতে এক ফসলের বদলে তিন রকম শস্য ফলাবেন। সরিষা ছাড়াও তারা ধান এবং বিভিন্ন ডাল জাতীয় শস্য চাষ করবেন। তারা আশাবাদী তাদের পরিশ্রম বিফলে যাবেনা। ক'ষি দপ্তরের পরামর্শে ও সহায়তায় তাদের আয় আগের তুলনায় অনেক বাড়বে।

গ্রীষ্মে যাত্রী ভিড় সামলাতে স্পেশাল ট্রেন চালাবে উপূসী রেল

মালিগাঁও, ২৯ এপ্রিল : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গ্রীষ্মের ঋতুতে বর্ধিত যাত্রী পরিবহনে সুবিধা প্রদান এবং যাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে বেশ কয়েকটি স্পেশাল ট্রেন চালাচ্ছে। এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-নারেঙ্গি, ডিব্রুগড়-কলকাতা, এসএসএস হুব্বালি-কাটিহার, শিলচর-কলকাতা, গুয়াহাটি-শ্রী গঙ্গানগর, নিউ জলপাইগুড়ি-অযোধ্যা ক্যান্ট, কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল, কাটিহার-অমৃতসর, নিউ তিনসুকিয়া-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এবং আনন্দ বিহার টার্মিনাল —যোগবানী সহ মূল রুটে স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি, শিয়ালদহ - জাগিরোড, উদয়পুর সিটি - ফরবেসগঞ্জ, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস - নারেঙ্গি এবং শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা - গুয়াহাটির মধ্যেও পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

গ্রীষ্ম ঋতুতে ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিশেষভাবে ভিড় ব্যবস্থাপনার জন্য রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) কর্মীদের মোতায়েন করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য স্টেশনগুলিতে সিসিটিভি নজরদারির মাধ্যমে নিরন্তর নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বাণিজ্যিক স্টাফদের সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং যাত্রী প্রবাহকে ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করতে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে।

যাত্রীর চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধিতে নজর রেখে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভবিষ্যতে আরও সামার স্পেশাল ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা করছে। এই ইতিবাচক দৃষ্টিকোনের উদ্দেশ্য যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করা এবং ব্যস্ততম ভ্রমণের সময়কালে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করা। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমস্ত যাত্রীদের জন্য সুরক্ষিত, সুগম ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিষেবা বর্ধিতকরণ এবং যাত্রী কল্যাণে মনোযোগ দিয়ে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই ব্যস্ত মরসুমে রেলে চলাচলের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

শিল্প না বাণিজ্য- উত্তর মেলে না

সুব্রত রায়

চলচ্চিত্রে বারীন সাহা একজন নির্মোহ, নিরাসক্ত জীবনস্রষ্টা। জীবন সম্পর্কে কোনো কাল্পনিক বা আরোপিত মসৃণতায় তিনি বিশ্বাসী নন। দর্শকের অভ্যস্ত প্রত্যাশাকে তিনি বারে বারেই নিষ্ঠুর হাতে ভেঙে দিয়েছেন। প্রেমের ত্রিভুজকে শীর্ষবিন্দুতে এনে ভেঙে চুরমার করে দর্শককে আহত বা বিক্ষুব্ধ করতেও ভয় পাননি।

বারীন সাহার কথা আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের মুখে অনেকবার শুনেছি। নিমাই ঘোষ, ঋত্বিক ঘটক ও বারীন সাহা এই তিনজন চলচ্চিত্রকারকে নিয়ে একটা আলাদা উত্তেজনা ছিল আমাদের মধ্যে যখন আমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্রবিদ্যা - বিভাগের ছাত্র। সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন এ ছিলেন দুই প্রধান সেনাপতির মতো, যাঁরা বাংলা অন্যধারার চলচ্চিত্রকে দেশে বিদেশ নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের ছবি যেন আমাদের সরকারি চাকরিনির্ভর মধ্যবিত্ত নিরাপত্তার। বাইরে বেঁচে থাকার ছাড়পত্র। একটা সময় বাংলা সিনেমা, শিল্পের আঙিনায় প্রবেশ করার একটা প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে রণে। ভঙ্গ দেবে। ঢুকে পড়বে বাণিজ্য ও শিল্পের মেলবন্ধনের এক ইউটোপিয়ায়। যেখানে দাঁড়িয়ে আশা করা হবে সিনেমার গু বিনোদনমূলা ও শিল্পমূল্য দুই দিকেই ডানা মেলে সিনেমাপ্রেমী ও প্রযোজকদের। আনন্দ দেবে। মানে সাপ মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না।

এই হাতিমির দশা লাগার আগে যাঁরা। তখনও সিনেমাকে এক শিল্পমাধ্যম ভেবে ছবি করার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের মধ্যে এ ঋত্বিক ছিলেন সবার আগে। আর ছিলেন নিমাই ঘোষ ও বারীন সাহা। বারীন সাহা 'তেরো নদীর পারে'র (১৯৬১) মতো এক অনবদ্য ছবি বানিয়ে, স্বেচ্ছায় মেদিনীপুরের এক অজ গ্রামে বসে গ্রামের মানুষদের এ শিক্ষাদানে ব্রতী হন। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যেত না। আজ বুঝতে পারি বারীন সাহার হতাশা আর যন্ত্রণাকে। অন্যধারার চলচ্চিত্রকারদের সেই যন্ত্রণার রূপ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

যে কোনো আর্টই একধরনের বিনোদন। - রামায়ণও এক ধরনের বিনোদন। রামচরিত মানস ভারতে সব থেকে বেশি সুরেলা ছন্দে গাওয়া হয়েছে। এই যে বিনোদনের মধ্যে দর্শককে অবাক করে দেওয়ার চেষ্টা থাকে, তা "তেরো নদীর পারে" ছবিটির মধ্যেও ছিল। একটা গরিব সার্কাস, যারা বিশেষ কিছু পারে না, সেই সার্কাসে একটা মেয়ে এল। একটা শহুরে মেয়ে যে আলাদা করে দ্রষ্টব্য হয়ে উঠলো। ফলে যারা পুরোনো তারা ভাবলো আমার একটা প্রতিদ্বন্দ্বী এসে গেছে। তারা ভাবতে শুরু করলো যে, আমাদের তো কেউ দেখবে না। এই যে শিল্পীর সংকট তৈরি হলো। একটা ট্রাডিশনাল ধারণার মধ্যে আর্টিজানের গু থেকে যন্ত্রনির্ভর শিল্প অধিক পরিচিতি পাচ্ছে। নর্তকীর এই যে আসা, যা দীর্ঘক্ষণ। জিপ প্যান করে দেখানো হয়েছে তা এ আসলে শিল্পের ইতিহাসকে ধরার চেষ্টা। - গ্রামীণ যাত্রাপালা বা সাকসি তার মধ্যে শহরে ভাবমূর্তি ঢুকে গেল। নারীকে যৌন উৎকোচ হিসাবে তুলে ধরা হলো। আর সেটাই হলো শহুরে বিনোদন। সে শিল্পী নয়, অভিনেত্রী নয়, মানুষ নয়, সে হয়ে উঠল যৌন উৎকোচ। এটাই শিল্প, বিনোদন ও আত্মার জিজ্ঞাসার মাঝে শিল্পী কোথায়। আছে এই প্রশ্নটা তুলে দিল।

এখানে "তেরো নদীর পারে" মানে পাল্টে যাওয়া সভ্যতা ও বিনোদনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তাকে কী কী করতে হবে সেটা সে জানে না। তার এই দ্বন্দ্ব, দ্বিধা ও চিন্তা এটাই "তেরো নদীর পারে"। "তেরো নদীর পারে" মানে এমন পরপার যা আমরা জানি না, কিন্তু আছে, এটা অনুভব করতে পারি। পারফর্মিং আর্টের মধ্যে এমন সংকট তৈরি করে যার সঙ্গে ইংগমার বার্গম্যানের shaw Dust– Tinsel Frednko FelliniéŸéla strada একটা খ্রিস্টান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে নারীকে বিনোদন হিসাবে তুলে ধরা।

গুরু দত্ত, ঋত্বিক ঘটক ও বারীন সাহা বস্তুত তিনজন মানুষই যেটা করেছেন এঁদের জীবনের মূল সমস্যা হলো কমার্শিয়াল ওয়ালর্ডে টাকার ঝনঝনাতের মধ্যে কীভাবে শিল্পকে খুঁজে পাওয়া যাবে। লক্ষ্মী আর সরস্বতী এক সঙ্গে থাকতে পারে কি না, এটা বুঝতে গিয়ে জীবন বুঝতে গিয়ে ওরা তিনজনই ব্যর্থ হয়েছেন। বারীন সাহা অভিমান করে বহু দূরত্বের জীবন বেছে নিয়েছেন। এও এক ঐতিহাসিক সমাপতন যে, এই তিনজনই ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন, যে বছর তৈরি হয়েছিল "যুদ্ধজাহাজ পটেমকিনের" মতো অন্যতম সেরা পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র।

যে দমবন্ধকর পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে আজকের অন্য ধারার চলচ্চিত্রকাররা বিক্ষুব্ধ বোধ করেন তার অশনিসংকেত কিন্তু বারীনবাবু অনেক আগেই পেয়েছিলেন। ঋত্বিক ঘটক তা বুঝলেও ময়দান ছেড়ে যেতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি গোটা আটেক কাহিনীচিত্র, এগারোটা ছোটো ছবি আর পাঁচটা শেষ না করতে। পারার ভাণ্ডার রেখে গেছেন আমাদের জন্য। আর বারীন সাহা রেখে গেছেন একটি কাহিনীচিত্র, তাও যেটা দৈর্ঘ্যে প্রচলিত কাহিনী চিত্রের মাপের অনেক ছোটো। আর তিনটে ছোট ছবি। এই নিয়ে কেউ যে অমরত্ব লাভ করবে এমন আশা নিতান্তই দুরাশা কিন্তু কী অবাক করা কাণ্ড, বারীন সাহাকে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দেওয়ার সবরকম প্রক্রিয়া তাঁর জীবিতকালে ও পরবর্তীকালে জারি থাকলেও মানুষটাকে একেবারে পগার পার করে দেওয়া যায়নি নানা কারণে। পরের প্রজন্মের অন্য ধারার চলচ্চিত্রপ্রেমীদের স্মৃতিতে তিনি বারে বারেই ফিরে ফিরে আসেন। ঋত্বিক ঘটককে তাঁর জীবৎকালে নানা অপমান, লাঞ্ছনা দিয়েও আজকের বিশ্বায়নের বাজারে তাঁর ছবির সেলভ্যালু তৈরি করে নিয়ে ঝাঁ-চকচকে মাল্টিপ্লেক্সের দোকান ঘরে ঠাঁই দিয়েছে। তাঁকে নিয়ে আলাপ আলোচনা কিংবা উৎসব আয়োজনে পয়সা ঢালতেও রাজি থাকেন কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা। কিন্তু বারীন সাহার ছবির ডিভিডি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ভরসা সেই প্রান্তিক চলচ্চিত্রপ্রেমীদের দল। বারীন সাহার মতো একজন পণ্ডিত চলচ্চিত্রকার বাংলা চলচ্চিত্র জগতে খুব কম দেখা গিয়েছে। তিনি ভালো ক্যামেরাম্যানও ছিলেন। বারীনবাবুর জন্ম ১৯২৫ সালে। প্রথাগত শিক্ষা শেষ করে তিনি অভিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছিল। ১৯৫২ সালে বারীন সাহা জেল থেকে বেরিয়ে বিদেশে পাড়ি দেন। ফ্রান্দের বিখ্যাত চলচ্চিত্র বিদ্যালয় থেকে চলচ্চিত্র পরিচালনা ও সম্পাদনা নিয়ে স্নাতক হন। পরে ইতালির Centro sperimentale the Cinematographia থেকে চিত্রগ্রহণ বিষয়ে স্নাতক হন। ফলে সে যুগের ফ্রান্সের "নিউ ওয়েভ", ইতালির "নিওরিয়ালিজম" চলচ্চিত্র আন্দোলনের মধ্যেই তিনি নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন বলা যায়। এর তিন বছর পর তিনি দেশে ফিরে মেদিনীপুরের "তেরো নদীর পারে" তিনি তাঁর জীবনের প্রথম ও একমাত্র পূর্ণ দৈর্ঘের ছবির কাজ শুরু করেন নিজের পকেটের টাকা খরচ করে। "তেরো নদীর পারে" যখন তিনি তৈরি করছেন তখন সত্যজিৎ রায় তৈরি করছেন "অপুর সংসার", মৃণাল সেন তৈরি করছেন "বাইশে শ্রাবণ" আর ঋত্বিক ঘটক ব্যস্ত রয়েছেন 'মেঘে ঢাকা তারা'র কাজে। বাংলা অন্যধারার সিনেমার স্বর্ণযুগের সূচনা হচ্ছে। "তেরো নদীর পারে" প্রথম একটি বাংলা ছবি যা সম্পূর্ণভাবে আউটডোরে শুটিং হয়েছিল। সেই আউটডোরের লোকেশন ছিল মহিষাদল পার হয়ে হলদি নদীর ধারে "তেরো পাখিয়া" নামের একটি গঞ্জ। এককালে আজকের হলদি নদীকেই তেরো নদী বলা হত। মহিষাদলের রাজা তেরোজন পাইক পাঠিয়ে এই গঞ্জ দখল করেছিল বলে নাম হয়েছিল তেরো পাখিয়া সেখানে সিনেমা বানানোর যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছনো সহজ কাজ ছিল না। তা এতটাই দুর্গমি ও বসবাসের অযোগ্য ছিল যে কলকাতার অভিনেতারা সেখান গিয়ে থাকতে রাজি হননি। ফলে শুটিং শুরু হলে বারীন সাহাকে বারেবারেই অভিনেতা বদল করতে হয় তিনি স্থানীয় লোকজনকে নানা চরিত্রে অভিনয় করিয়েছিলেন। এসবই তিনি করেছিলেন নিজের বিশেষ এক চলচ্চিত্র ভাবনার জায়গা থেকে, যার ভিত্তি ছিল আন্দ্রে বাজার "ইমপিওর সিনেমা" তত্ত্ব। "তেরো নদীর পারে" ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬১ সালে। এই ছবি গল্পআশ্রিত চলচ্চিত্র নয়, কাহিনী এখানে গৌণ। যেটুকু আছে তাও যেন গল্প অনুসরণের সাহায্যার্থে দর্শকের কাছে সুত্র হিসাবে পরিবেশিত। তাই নির্মল ঘোষের যে কাহিনী অবলম্বনে "তেরো নদীর পারে" তাতে নিটোল গল্পের সম্ভাবনা থাকলেও পরিচালক তাঁর ছবিতে পরম্পরাগত মোটা দাগের গল্প এড়িয়ে ৬/৯ গেছেন। নাটকের যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও, অতিনাটকীয়তা তো নেইই, নাটকীয়তারও সাহায্য নেননি। পক্ষান্তরে এই ছবিতে অমসৃণ জীবন ভগ্নাংশের ইঙ্গিতময় কিছু খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে শিল্পজিজ্ঞাসা ও জীবন প্রসঙ্গে তাঁর অনুভব তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই ছবিতে শিল্পের উদ্দেশ্যঘটিত অপাতপ্রত্যক্ষ প্রশ্নটিই সব নয়। আরও গভীরে জীবন প্রসঙ্গে আর এক অন্তর্মুখ বিমূর্ত প্রশ্নও এ ছবির অন্তরাত্মা, যে প্রশ্ন জীবনের চাওয়া ও পাওয়ার এক বিমূর্ত প্রশ্ন। ছবিটিতে যে মূল চরিত্রটিকে অবলম্বন করে এই জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত সে একজন অতি সাধারণ ভ্রাম্যমাণ সাকাস খেলোয়াড় ওস্তাদ। এই ওস্তাদের চরিত্র চিত্রণে বারীন সাহা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির প্রথম পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বী সাকাস দলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য ম্যানেজারের নর্তকী আনার প্রস্তাবের মুখে ওস্তাদ নির্মম ও কঠোর। কিন্তু পরে সহকর্মীদের কষ্টের কথা ভেবে সে সম্মতি দেয়। সার্কাসে নর্তকীর আবিভাব ওস্তাদের পরাজয় বহন করে আনে। কিন্তু ওস্তাদের আচরণে নর্তকীর প্রতি কোনো ঈর্ষা বা বিরূপতা প্রকাশ পায় না। আত্মঘাতী গ্লানিতে অপ্রকৃতিস্থ অসহায় এক দুঃসাহসী খেলায় মাতে সে এবং একটা দুর্ঘটনায় পতিত হয়। নর্তকী তাকে শুধু সুস্থই করে তোলে না, ভালোবাসার ছোঁয়ায় ওস্তাদের ভেতরে নতুন করে জীবন বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। এই নতুন জীবনকে ওস্তাদ তাই সানন্দে বরণ করে নেয়। কিন্তু বাদ সাধে ম্যানেজার। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সে ওস্তাদকে আক্রমণ করে বসে। অবশ্য পরাজিত হয়। ম্যানেজার সার্কাস ছেড়ে চলে যায়। নর্তকীও তার কাছে বিদায় নিতে আসে। জীবনের এক অমোঘ ভবিতব্যের মতোই সে এই বিচ্ছেদকে মেনে নেয় ওস্তাদ। এক স্থিতধী, মগ্ন শিল্পীর মতোই সে আবার সার্কাসে ফিরে আসে তার নিজস্ব শিল্পাশ্রয়ে, যেখানে প্রেমের চেয়েও বড় তার শিল্প।

মাঝে মাঝে ওস্তাদ চরিত্রটিকে যেন প্রতীক বলে মনে হয়। ওস্তাদের শিল্প জীবনের শ্রেষ্ঠ তার শিল্পসাধনা। নর্তকীর মধ্যে সে তার প্রেমকে খুঁজে পেল। কিন্তু প্রতিবন্ধক হলো ম্যানেজারের বৈষয়িক বোধ ও স্থূল ঈর্ষা। এই সংঘাতে জীবনের সামনে যখন প্রশ্ন শ্রেয় না প্রেয়, তখন শিল্পকেই শিল্পী বরণ করে নিল।

চলচ্চিত্রে বারীন সাহা একজন নিমোহ, নিরাসক্ত জীবনস্রষ্টা। জীবন সম্পর্কে কোনো কাল্পনিক বা আরোপিত মসৃণতায় তিনি বিশ্বাসী নন। দর্শকের অভ্যস্ত প্রত্যাশাকে তিনি বারেবারেই নিষ্ঠুর হাতে ভেঙে দিয়েছেন। প্রেমের ত্রিভুজকে শীর্ষবিন্দুতে এনে ভেঙে চুরমার করে দর্শককে আহত বা বিক্ষুব্ধ করতেও ভয় পাননি।

বারীন সাহা চলচ্চিত্র দিয়ে উপন্যাস রচনা করতে চেয়েছিলেন অন্য শিল্পমাধ্যমের বাইরে দাঁড়িয়ে, সিনেমার নিজস্ব শর্তকে মেনে উন্নত স্বাধীন এক চলচ্চিত্র-শিল্পভাষার জন্ম দিতে। "তেরো নদীর পারে" ছবিটি বারে বারেই সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতি-কবি বিহারীলাল

বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতি-কবি হিসেবে সুপরিচিত কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে বাংলা গীতি কাব্য-ধারার 'ভোরের পাখি' বলে আখ্যায়িত করেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র শরৎকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতার বিবাহ সম্বন্ধ প্রস্তাব করেছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতিবেশী প্রিয়নাথ সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র শরৎকুমার তখন বিহারের মজঃফরপুর কোর্টে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেছেন। আশা নিরাশার দোলাচলে বিবাহটি শেষ পর্যন্ত স্থিরিকৃত হয়েও থমকে দাঁড়ায় বিশ হাজার টাকা পণের দুয়ারে। পণ কষাকষির সুবিধার জন্য প্রিয়নাথবাবু কবি রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতায় এসে কথা বলতে অনুরোধ জানান। প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করেও শেষতক রাজি হয়ে যান কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রিয়নাথ সেনকে তিনি জানান, তোমারই জিত হলো, কলিকাতায় চল্লুম। পৌঁছব শনিবার বিকেলে, রবিবার সকালে তোমার সাথে দেখা হবে জোড়াসাঁকোয় নববর্ষের উপাসনা অনুষ্ঠানে। শেষপর্যন্ত পাত্রপক্ষ বিশ হাজার থেকে নামলেন দশ হাজারে। কিন্তু বিয়ের অন্তত তিন দিন আগে পণের টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। ধনুক ভাঙা পণ পাত্রপক্ষের। দুঃখজনক হলেও মহর্ষি পরিবারে কন্যাদের বিবাহে এ পর্যন্ত প্রায় সব জামাতাকেই অল্পবিস্তর পণ দিতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পণ; যৌতুক হিসেবে দান করেছেন আশীর্বাদস্বরূপ স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবাহ অনুষ্ঠানে। মহর্ষি পরিবারের পক্ষে শর্তটি অপমানজনক হলেও তিন তিনটি কন্যার পিতা রবীন্দ্রনাথকে এক্ষেত্রে রাজি হতে হয়। যদিও তাঁর পক্ষে সে সময় এই বিপুল পরিমাণ টাকা দেবার সামর্থ্য ছিল না।

উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গিয়েছে বিধায় প্রিয়নাথ সেন মহাশয় উপযাচক হয়ে অন্য কোথাও থেকে ধার করে এনে টাকা মিটিয়ে দেবার আশ্বাস দেন রবীন্দ্রনাথকে। সেন মহাশয় দ্বারা বিষয়টি সহনীয় করে দেবার আশ্বাস পেয়ে কবি তাঁকে বিষয়টি বিশেষভাবে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানাতে নিষেধ করেন। কিন্তু কবির পক্ষে পিতার কাছে বিষয়টি গোপন করা সম্ভব হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি জেনে মহর্ষি অপমানিত বোধ করেন। বলেন, বরকন্যাকে আশীর্বাদ স্বরূপেই যৌতুক দিতে হয়কিন্তু বিবাহের তিন দিন পূর্বে যৌতুক চাহিবার কারণ কী ? আমার প্রতি কী অবিশ্বাস ? তিক্ত এই অভিজ্ঞতার বিষয়টি কবি তখন হবু জামাতার কাছে ব্যক্ত করতে বাধ্য হলেন। মনে তাঁর ক্ষীণ আশা, শরৎকুমার যদি তাঁকে এই জটিলতা থেকে উদ্ধার করেন ! শরৎকুমারকে তিনি স্পষ্ট লিখলেন, "তোমার গুরুজনদের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়া যে তুমি বিবাহে সম্মতি দিবে এরূপ ইচ্ছা আমার নাই তাঁহাদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও নির্ভর দেখিয়া তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়াছে।" অপরদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হবার সৌভাগ্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বিহারীলাল পুত্র শরৎকুমারের। হয়তো মাধুরীলতার ছবিও তিনি কোথাও দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু তিনি মায়ের অনুমতিসাপেক্ষে এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন। যবনিকার অন্তরালে আসলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহোদয়দ্বয়। যাহারা জামিনদার হয়ে এই সংকটের নিরসন করেন। বিবাহের মূল ঘটক প্রিয়নাথ সেন। তাঁর কাছে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আর্জি নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল ".. শরৎ ভাইদের মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে চায় না এবং বাবামশায়ও বিবাহের পূর্বে যৌতুক দিবেন না স্থিরপ্রতিজ্ঞ অতএব তুমি এই সঙ্কটের যদি কোন সুপথ থাকে অবলম্বন করিয়ো আমাদের পক্ষ হইতে আমি ত কোন সুযোগ ভাবিয়া পাই না"।

মাধুরীলতার ডাকনাম ছিলো বেলা। হতে পারে সেটা কালের বেলা কিংবা সমুদ্রতট। বিয়ের কিছুদিন পরই বেলার হলো প্রাণঘাতী যক্ষা। বলে রাখা প্রয়োজন, বেলাপতি শরৎ এর সঙ্গে শ্বশুর রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো বনিবনা ছিল না। জামাই যখন প্র্যাকটিস করতে চলে যেত হাইকোর্টে, তখন রবীন্দ্রনাথ পালকি গাড়িতে চড়ে মেয়ের বাড়িতে যেতেন, যাতে পাড়ার লোকে তাঁকে দেখতে না পায় ! দুপুরবেলা বসে গায়ে পাখা করতেন, আর মেয়ের সঙ্গে নানারকম গালগল্প করতেন। বেলা গল্প শুনতে খুব ভালোবাসত। ১৯১৮ সালের ১৬ই মে এমনই একদিন ভরদুপুরে বেলা'র দরজায় গাড়ি এসে দাঁড়াতেই চিৎকার কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পেলেন পিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বুঝে গেলেন, বেলা চলে গেছে, গাড়ি থেকে নামেন নি ঠাকুর। গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি চলে এলেন। সেদিন বিকেলে বিচিত্রা নামক তাঁদের ক্লাবে যথারীতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হলেন। নিতান্ত আপন দু'কজন মাত্র জানত যে, বেলা আজ সকালবেলা গত হয়েছে। এবছরের জুন মাসেই শান্তিনিকেতনে চালু হলো 'মাধবীলতা বৃত্তি'। হায় ভারতবর্ষ, তোমারই সৃষ্টি রামায়ন কিংবা মহাভারতে পঞ্চনারী অহল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদী, তারা ও মন্দোদরী। স্বামী বিবেকানন্দের চোখে নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। বুদ্ধদেবের জীবন রক্ষায় সুজাতা। সুলতান যুগের সুলতানা রাজিয়া কিংবা ঝাঁসীর রানী মহাবিদ্রোহী লক্ষ্মীবাই। বৈদিক যুগের সপ্তর্ষির পাশাপাশি অপালা, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ীদের কথা নাইবা বললাম।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিশালগড় রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়াপাড়ার ৪৩ জন কৃষকের সম্মিলিত উদ্যোগে ডাল চাষে এসেছে বিপ্লব। আজ বিশালগড়ের কৃষি প্রধান এই এলাকা ঘুরে কৃষকদের এমন উদ্যম আর উৎসাহ দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। গোটা রাজ্যে ডাল চাষের ক্ষেত্রে বিশালগড়ের এই চাষীরা অন্যতম পথপ্রদর্শক হয়ে রইলেন। তাই কৃষি মন্ত্রী তাঁদের এই উদ্যমকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

ধর্মনগরের পদ্মপুরে পোষণ পক্ষের উপর বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ২০২৫, পিআইবি।। কৈলাশহরস্থিত সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন এর ফিল্ড অফিস এর উদ্যোগে আজ ২৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরস্থিত পদ্মপুরের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পোষণ পক্ষের উপর একটি বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচার অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল।

সিডিপিও ধর্মনগর শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, মানব জীবনের প্রথম ১০০০ দিনের গুরুত্ব, সুবিধাভোগী মডিউল, সিএমএএম মডিউলের মাধ্যমে অপুষ্টির ব্যবস্থাপনা এবং শিশুদের স্থূলত্ব মোকাবেলায় স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, মহিলাদের, বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের এবং ৫ বছরের কম বয়সী সন্তানদের মা-মাকে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য শিক্ষা দেওয়া, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংমিশ্রণ করে পুষ্টিতে রূপান্তর করা।করিমগঞ্জ’র একটি বেসরকারি নিবন্ধিত নাট্যদল (পিআরটি) সপ্তর্ষি কলা কেন্দ্র মা ও শিশুর পুষ্টি এবং শৈশবকালীন স্থূলত্ব মোকাবিলা ও পুষ্টি প্রচারের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে।গোটা অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সমষ্টিগত আলোচনা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

ভিসা বাতিল হওয়ায় আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে ভিড় পাকিস্তানি নাগরিকদের, ফিরছেন দেশে

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : পহেলগাম হামলার প্রেক্ষিতে ভারত পাকিস্তানের ভিসায় স্থগিতাদেশ ঘোষণা করেছে। ফলে, এ-দেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকরা দেশে ফিরছেন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই অমৃতসরের আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে ভিড় করেন বহু পাকিস্তানি নাগরিক। ভারত সরকারের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নির্ধারিত সময়সীমার আগেই দেশে ফেরার জন্য তাঁরা ততর হয়েছেন।

আঁটোসাঁটো নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্যে সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানরা পাকিস্তানি নাগরিকদের পাসপোর্ট যাচাই করছেন। ব্যারিকেড পেরিয়ে যানবাহনগুলোকে অভিবাসন প্রক্রিয়া শেষে পাকিস্তানের দিকে যেতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাসরত অনেকেই এই হঠাৎ ফেরত যাওয়ার সিদ্ধান্তে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছিলেন বসবাসের উদ্দেশ্যে এমনই একজন বলেন, আমি ভারতে স্থায়ী বাসিন্দা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। বাধ্য হয়েই ফিরতে হচ্ছে। সন্ত্রাসীরা যা করেছে, নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলাতা একেবারেই অন্যায়।

একই সঙ্গে সীমান্তে দাঁড়িয়ে কান্নাজড়ানো কণ্ঠে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করেছেন জনৈক ভারতীয় নাগরিক। তাঁর মেয়ে এক বছর আগে পাকিস্তানে বিয়ে করেছেন। আমি সীমান্তে অপেক্ষা করছি, আমার মেয়ে পাকিস্তান থেকে আসছে। আমরা ওর বিয়েতে গিয়েছিলাম। পহেলগামে যা হয়েছে তা ভয়াবহ। সেই নিরীহ মানুষগুলোর কী দোষ ছিল? প্রশ্ন এবং ক্ষোভ ছিল তাঁর নেত্রে।

ধর্মীয় কাজে ভারতে আসা এক ব্যক্তি জানান, আমি এখানে অস্থি বিসর্জনের জন্য এসেছিলাম। এখন বাধ্য হয়েই ফিরতে হচ্ছে। একই রকম মন্তব্য করেন পাকিস্তান থেকে আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে আসা অপর এক ব্যক্তিও। তিনি বলেন, শুধু আত্মীয়দের দেখতে এসেছিলাম। এখন ফিরে যেতে হবে।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কঠোর অবস্থানের মধ্যেই, আক্রমণের প্রভাব এখন সাধারণ মানুষের ওপর পড়তে শুরু করেছে। সরকার ঘোষিত সময়সীমার আগে একে একে দেশ ছাড়ছেন পাকিস্তানি নাগরিকরা।

পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার এক সপ্তাহ পর জম্মু-কাশ্মীর জুড়ে চলছে সন্ত্রাসীদের খুঁজে চারটি অভিযান

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার এক সপ্তাহ পর, জম্মু-কাশ্মীর জুড়ে চারটি সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। এই অভিযানে অংশ নিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। এর মধ্যে দুটি অভিযান আগে থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষেরই ধারাবাহিকতা।

দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার ইয়ারওয়ান জঙ্গল এলাকায় একটি বড়সড় অভিযান চলছে। এছাড়াও, আরও একটি অভিযান দক্ষিণ কাশ্মীরেই পরিচালিত হচ্ছে। সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ কাশ্মীরকে কেন্দ্র করেই নিরাপত্তা তৎপরতা ব্যাপকভাবে জোরদার করা হয়েছে। শোপিয়ান ও পুলওয়ামা জেলায় অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করা হয়েছে, যেখানে জঙ্গিদের খোঁজে জোরদার তল্লাশি ও কম্বিং অপারেশন চলছে। এদিকে, নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে উপত্যকার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রায় ৫০টি পাবলিক পার্ক ও উদ্যান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত ৮৭টি সংবেদনশীল পার্কের মধ্যে ৪৮টির গেট তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পর্যটকদের জন্য জনপ্রিয় যেসব স্থান বন্ধ রাখা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে দোশপথ্রী, কোকেরনাগ, ডুকসুম, সিন্থান টপ, আচাবাল, বঙ্গুস ভ্যালি, মারগান টপ ও তোসামাইদান। এইসব জায়গা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিকল্প পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রচারিত হলেও বর্তমানে সেগুলোকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই নিরাপত্তা পদক্ষেপগুলির সূচনা হয়েছে এক সপ্তাহ আগে পহেলগাঁওর বৈসারণ উপত্যকায় ঘটে যাওয়া রক্তাক্ত জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে। সেদিন বন্দুকধারীরা পর্যটকদের ওপর গুলি চালালে ২৬ জন নিহত হন এবং বহু মানুষ আহত হন। নিহতদের অধিকাংশই ছিলেন কাশ্মীর সফরে আসা পর্যটক। বসন্তকাল সাধারণত নিরাপদ ভ্রমণের সময় হিসেবেই ধরা হয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই হামলা গোটা অঞ্চলকে নাড়িয়ে দেয়।

পহেলগাঁও হামলার পর থেকে নিরাপত্তা বাহিনী প্রবল চাপে রয়েছে দক্ষিণ কাশ্মীরের সক্রিয় জঙ্গি নেটওয়ার্ককে ভেঙে দেওয়ার জন্য। চারটি সমান্তরাল অভিযান সেই প্রচেষ্টারই অংশ বলে জানানো হয়েছে।

ছয়টি অয়েল মার্কেটিং কোম্পানি ৩০৩টি স্টার্টআপকে সহায়তা প্রদানে ২৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে : হরদীপ সিং পুরি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : ভারতের ছয়টি অয়েল মার্কেটিং কোম্পানি (ঞ্জথঞ্চ) ইতিমধ্যে তাদের ৫৫০ কোটি টাকার স্টার্টআপ তহবিল থেকে ২৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এর মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৩০৩টি স্টার্টআপকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি এমনটাই জানিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, বিশ্বে ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৃতীয় বৃহত্তম হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একপ্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে হরদীপ পুরি বলেন, ভারতের স্টার্টআপ যাত্রা শুধুই সংখ্যার খেলা নয়। এটি স্বপ্ন, সংকল্প এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গঠনের প্রতিচ্ছবি। তাঁর দাবি, দেশে বর্তমানে ১.৫ লক্ষের বেশি স্টার্টআপ এবং ১২০টির বেশি ইউনিকর্ন রয়েছে।

তিনি জানান, এই অসাধারণ অগ্রগতির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের অধীনে থাকা ছয়টি অয়েল মার্কেটিং কোম্পানি। তারা একটি ৫৫০ কোটি টাকার স্টার্টআপ তহবিল গঠন করেছে, যার মধ্যে থেকে ৩০৩টি স্টার্টআপকে সহায়তা করার জন্য ইতিমধ্যে ২৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। পুরি বলেন, এটি বাস্তব ক্ষমতায়ন, বাস্তব প্রভাব এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি দূরদর্শী নেতৃত্বের বাস্তব প্রতিফলন, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকার ১০,০০০ কোটি টাকার ”ফান্ড অফ ফান্ডস” স্কিম ঘোষণা করেছে, যার মাধ্যমে গভীর প্রযুক্তি

ডাব্লুএএম! ভারতের প্রথম মৌলিক আইপি সমূহ অ্যানিমে, মাঙ্গা, ওয়েবটুন এবং কসপ্লে’র লালন ও প্রচারের জন্য নিবেদিত ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যোগ ওয়েভস ২০২৫

মুম্বাই, ২৯ এপ্রিল ২০২৫, পিআইবি।। হাজার হাজার এন্টি থেকে কয়েক মাসের আঞ্চলিক স্থরের প্রতিযোগিতার পরে, ভারতের ১১টি শহরের চূড়ান্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে জাতীয় ফাইনালে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে ওয়েবস অ্যানিমে ও মাঙ্গা কনটেস্ট (ডাব্লুএএম!) কে। ১-৪ মে ২০২৫ মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে এই ওয়ার্ল অডিও-ভিজ্যুয়াল ও এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েবস) ২০২৫।

ডাব্লুএএম!, মিডিয়া অ্যান্ড এনটারটেইনমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এমইএআই)র সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক কর্তৃক আয়োজিত এই প্রথম জাতীয় উদ্যোগের লক্ষ্য হল এনিমে, মাঙ্গা, ওয়েবটুন এবং কসপ্লের মত মৌলিক ভারতীয় আইপি আবিষ্কার, এগুলির লালন এবং প্রচার করা। এই সৃজনশীল সাধনা এবং তাদের স্রষ্টারা, যারা চূড়ান্ত রাউন্ডে পৌঁছেছেন, তারা ল্যান্ডমার্ক উদ্যোগ ওয়েভস ২০২৫-এ চমৎকার এক্সপোজার পাবেন, যা ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতিকে সমর্থন করতে বিশ্বব্যাপী নেতা, উদ্ভাবক, স্টুডিও এবং স্রষ্টাদের একত্রিত করবে। ”ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া, ক্রিয়েট ফর দ্য ওয়ার্ল” ভিশন নিয়ে অনুষ্ঠেয় ওয়েভস-এর লক্ষ্য হল ভারতীয় স্রষ্টাদের বড় স্বপ্ন দেখতে এবং বিশ্বব্যাপী দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম করা। ওয়েভস হল এভিজিসি - এক্সআব সেক্টর-অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিক্স এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটির জন্য ভারতের সবচেয়ে বড় একটি প্ল্যাটফর্ম। ওয়েভসের কেন্দ্রে রয়েছে ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জেস (সিআইসি)। সিআইসির সিজন ১ এ প্রায় ১ লাখ নিবন্ধন রয়েছে, যার মধ্যে ১,১০০ আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। বিস্তারিত বাছাই প্রক্রিয়া শেষে ৩২টি অনন্য চ্যালেঞ্জ থেকে ৭৫০ এরও বেশি ফাইনালিস্টকে বাছাই করা হয়েছে।

ভারতের উদীয়মান নির্মাতাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সহায়তা হিসেবে, বিশ্বের অ্যানিমে ব্র্যান্ড ক্রাঞ্চিরোল, যা ভক্তদের আবেগ ও অ্যানিমের প্রতি ভালোবাসাকে উজ্জীবিত করে, ডব্লিউএএম! (ওয়েভস অ্যানিমে ও মাঙ্গা কনটেস্ট) ২০২৫ এ টাইটেল স্পন্সর হিসেবে যোগ দিয়েছে। ক্রাঞ্চিরোল ডাব্লিউএএম! ২০২৫ এর বিজয়ীদের সেবা করার জন্য একটি স্রষ্টা উন্নয়ন অনুদান চালু করেছে। এই অনুদানের লক্ষ্য হলো এনিমে, মাঙ্গা এবং ওয়েবটুন ক্ষেত্রের উদীয়মান শিল্পী ও গল্পকারদের সমর্থন করা, যাতে তারা বৈশ্বিক দর্শকদের জন্য মৌলিক বৌদ্ধিক সম্পদ (আইপি) তৈরি করতে পারে।

সৃজনশীল উন্নয়ন অনুদানের বিবরণ নিম্নরূপ:

* মাঙ্গা (ছাত্র শ্রেণী) ২৫,০০০ টাকা
* মাঙ্গা (পেশাদার শ্রেণী) ২৫, ০০০ টাকা
* ওয়েবটুন (ছাত্র শ্রেণী) ২৫,০০০ টাকা
* ওয়েবটুন (পেশাদার শ্রেণী) ২৫, ০০০ টাকা
* অ্যানিমে (ছাত্র শ্রেণী) ৫০,০০০ টাকা
* অ্যানিমে (পেশাদার শ্রেণী) ৫০, ০০০ টাকা

এছাড়াও, ক্রাঞ্চিরোল ভারতকে সমর্থন দিতে যাচ্ছে, যারা ডাব্লুএএম! ২০২৫ এর ফাইনালের বিজয়ী হবে। তারা টোকিওতে বিশ্বের শীর্ষ অ্যানিমে প্রদর্শনী অ্যানিমে জাপান ২০২৬-এ দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। এই সমর্থন ভারতীয় সৃজনশীল প্রতিভাগুলিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করবে। ক্রাঞ্চিরোল, এলএলসি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট এবং জাপানের অ্যানিপ্লেক্সের মধ্যে একটি স্বাধীনভাবে পরিচালিত যৌথ উদ্যোগ, যা সনি মিউজিক এন্টারটেইনমেন্ট (জাপান) ইনক.-এর আওতাধীন।

উল্লেখ্য, ওয়েবস ভারতের মিডিয়া ও বিনোদন (এমঅ্যান্ডই) ক্ষেত্রের জন্য একটি মাইলফলক, যা ভারত সরকার কর্তৃক প্রথম ১ থেকে ৪ মে, ২০২৫ মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে আয়োজিত হচ্ছে।

ওয়েভস ভারতের সৃজনশীল শক্তি বাড়াতে, বিষয়বস্তু তৈরি করতে, বৌদ্ধিক সম্পত্তি এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে এর অবস্থানকে দৃঢ় করছে। ব্রডকাস্টিং, প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিভিশন, রেডিও, চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস, সাউন্ড এবং মিউজিক, বিজ্ঞাপন, ডিজিটাল মিডিয়া, সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, জেনারেটিভ এআই, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি (এক্সআর) শিল্প ও খাতগুলো এর ফোকাসের মধ্যে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কানাডার প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত মার্ক কার্নি-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল, ২০২৫: আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কানাডার প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত মার্ক কার্নি-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি লিবারেল পার্টিকেও জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান।

এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন :

“কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য আপনাকে গঞ্চন্দ্বজ্বাঙ্খথন্দ্রত্রা অভিনন্দন তথা লিবারেল পার্টিকে জয়ের জন্য শুভেচ্ছা।

ভারত এবং কানাডা পারস্পরিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, আইনের শাসনের প্রতি একনিষ্ঠ দায়বদ্ধতা এবং মানুষে মানুষে উজ্জীবিত সম্পর্কের ঐক্যসূত্রে বাঁধা। আমাদের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং জনসাধারণের জন্য বৃহত্তর সুবিধার পথকে উন্মুক্ত করতে একযোগে কাজের অপেক্ষায় রইলাম।”

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব মজবুত করতে বাণিজ্য সচিবের নেদারল্যান্ডস সফর

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব মজবুত করতে বাণিজ্য সচিব সুশীল কুমার বার্থওয়াল ২৪-২৬ এপ্রিল নেদারল্যান্ডস্ সফর করলেন। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি ঐ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিও ঘুরে দেখেন তিনি।

দু’দেশের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের প্রসারে জয়েন্ট ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিটি (জেটিআইসি)-র মতো নানা ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়ে উঠেছে। বাণিজ্য সচিবের নেদারল্যান্ডস্ সফরে একাধিক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ভারতে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছেন সেখানকার শিল্পপতিরা। বাণিজ্য সচিব তাঁর সফর শুরু করেন দ্য হেগ — এ নেদারল্যান্ডস্ - এর বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মহানির্দেশক মিশেল সুইয়ার্সের সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে।

নেদারল্যান্ডস্ - এ ভারতীয় দূতাবাসের আয়োজনে বিভিন্ন শিল্প সংস্থার কর্ণধারদের বৈঠকেও যোগ দেন বাণিজ্য সচিব। সেখানে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগরোন্নয়ন এবং লজিস্টিকস্ - এর মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিসর খুঁজে দেখা হয়। ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মকাণ্ডের ছবি তুলে ধরেন বাণিজ্য সচিব।

চকচকিয়ে মূল্য বাড়ছে স্বর্ণের, এক বছরে বৃদ্ধি ৩০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: চকচকিয়ে মূল্য বৃদ্ধিতে আবারও উজ্জ্বল হল স্বর্ণের বাজার। গত বছরের অক্ষয় তৃতীয়ার তুলনায় চলতি বছরে সোনার দাম বেড়েছে ৩০ শতাংশেরও বেশি, স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকারক সংস্থার সাথে কথা বলে এমনটাই জানা গেছে। আগামী বুধবার অক্ষয় তৃতীয়াকে কেন্দ্র করে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম পৌঁছে গেছে প্রতি ১০ গ্রামে ৯৪, ০০০ টাকা থেকে ৯৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। গত বছর এই দিনে সোনার দাম ছিল প্রতি ১০ গ্রামে ৭৩,২৪০ টাকা।

অক্ষয় তৃতীয়া হিন্দু সংস্কৃতিতে অত্যন্ত শুভ দিন হিসেবে বিবেচিত হয়। এই দিনে সোনা কেনা অর্থে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির আগমন ঘটে এমনটাই বিশ্বাস বহু মানুষের। ফলে, শুধুমাত্র অলংকার নয়, বরং ভবিষ্যতের নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবেও বহু মানুষ এই দিন সোনা কেনেন।

ব্রোকারেজ সংস্থার মতে, দীর্ঘমেয়াদে সোনা আরও বেশি রিটার্ন দিয়েছে। ২০১৯ সালের অক্ষয় তৃতীয়ায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ছিল ৩১,৭২৯ টাকা। সেই হিসাবে ছয় বছরে সোনার দাম তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। বিশ্বজুড়ে আর্থিক অনিশ্চয়তা ও ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিনিয়োগকারীরা আবারও ’সেফ হ্যাভেন’ হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই বছরের ২২ এপ্রিল প্রথমবারের মতো সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১,০০,০০০ টাকা ছাড়িয়েছিল যা ঐতিহাসিক মাইলফলক বলেই চর্চায় রয়েছে।

ব্রোকারেজ সংস্থার বক্তব্য, অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনার সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে দক্ষিণ ভারতে মোট বিক্রির প্রায় ৪০ শতাংশ আসে সেখান থেকে। পশ্চিম ভারতের অবদান ২৫ শতাংশ, পূর্ব ভারতের ২০ শতাংশ এবং উত্তর ভারতের প্রায় ১০ শতাংশ। তবে উৎসব উপলক্ষে আঞ্চলিক পছন্দে পার্থক্য রয়েছে। দক্ষিণ ভারতে যেখানে অক্ষয় তৃতীয়া সোনা কেনার প্রধান উপলক্ষ, সেখানে উত্তর ভারতে ধনতেরসকে ঘিরে থাকে প্রধান চাহিদা।

ব্রোকারেজ সংস্থার দাবি, সোনার দামে এই রেকর্ড বৃদ্ধি সামগ্রিক বিক্রির পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে, তবে মূল্যবৃদ্ধির কারণে শিল্পের মোট রাজস্ব গত বছরের মতোই স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref- West Agartala PS UD Case No.15.2025– dated 24.04.2025 U/s 194 BNSS.

পিতা অজানা, সাং- লক্ষীনারায়ণ বাড়ি থানা পশ্চিম

পাশের ছবিটি কৃষ্ণা দে, আগরতলা, বয়স আনুমানিক ৫২ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা এবং পরনে কোন কাপড় ছিল না। গত ০৮-০৪-২৫ ইং সকাল ৮ টা ৪৯ মিনিটে একটি সামাজিক সংস্থা উনাকে জিবিপি হসপিটালে ভর্তি করায় এবং চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় গত ২২-০৪-২৫ সকাল ৫ টা ৪৫ মিনিটে . জিবিপি হাসপাতালে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য, আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

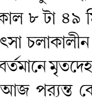

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল- ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) পশ্চিম আগরতলা থানা-৬০৩৩৪৩৮০৯০

ICA/D-122/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 01/CEO/BMC/2025-26 Dated. 24/04/2025

The Chief Executive Officer,Belonia Municipal Council, Belonia, South Tripura invites on behalf of the "Chairperson of Belonia Municipal Council" sealed percentage of rate tenders (PWD Form-7) form the Central & State public sector undertaking/Enterprise and eligible contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M on 15/05/2025 for the following works :-

Sl	DNIT NO.	ESTIMATE COST (RS.)	EARNEST MONEY (RS.)	TIME FOR COMPLETION	COST OF TENDER FORM (RS.) NON REFUNDABLE	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	DATE OF DROPPING OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SELLING AND DROPPING OF TENDER DOCUMENTS
1	DNIT NO: 01/CEO/BMC/BLN/2025-65 Dt.22/04/2025	1,93,415.00	3,870.00	90 days	1000.00	Upto 16.00 Hrs. 13/05/2025	15/05/2025 at upto 15.00 Hrs.	Likely to be opened at 15.30 hrs. on 15/05/2025 if possible	Belonia Municipal Council
2	DNIT NO: 02/CEO/BMC/BLN/2025-26 Dt.22/04/2025	1,94,100.00	3,880.00	90 days	1000.00				
3	DNIT NO: 03/CEO/BMC/BLN/2025-26 Dt.22/04/2025	1,93,569.00	3,880.00	90 days	1000.00				

Detailed tender Notice and Draft N.I.T. can be seen in the office of the Belonia Municipal Council, Belonia,South Tripura. The undersigned also reserves the right to accepted or to reject the tender(s) without assigning any reason. Selling Date -25/04/2025
Dropping Date - 15/05/2025
ICA/C-333/25

Chief Executive Officer
Belonia Municipal Council

NOTICE INVITING e-TENDER
PNIe-T No:- 11/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 19/04/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre/Service Provider in Tripura for the following work:-

Name of Work: Providing, Installation & commissioning of air Conditioning System in the different residences of VIP at S.P Mukherjee lane, Capital Complex, Agartala and it's adjoining areas.

1. DNIeT No: 09/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26.
2. ESTIMATED COST :- Rs 12,09,815.00
3. EARNEST MONEY
Rs 24,196.00
4. TIME OF COMPLETION: 540 (Five Hundred Forty) days.
5. Bid Fee
:- Rs 1,000/-
6. Last date & time for online Bidding: 13/05/2025 up to 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C330/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

Short Notice Inviting Quotation

Short Notice Inviting Quotation in sealed cover is hereby invited by the Executive Engineer, Rig Division, Agartala on behalf of Governor of Tripura from the recognized, resourceful and reputed manufacturers / authorized dealers/distributers/ firms/ co-operative societies etc for providing and installation of Biometric access control & time and attendance terminal with visible light facial recognition & palm recognition at Panio Jal O Swastha Bidhan Bhavan, Gurkhabasti, Agartala. The last date for submission of quotation is up to 5.00 pm on 05/05/2025 and will be opened on the same day, if possible. The details of SNIQ may be seen at the Departmental website i.e. https://dws.tripura.gov.in/ and can also be collected in person from the O/o the Executive Engineer, Rig Division, Agartala on or before 05/05/2025 on any working day during office hours.
ICA/C/322/25

Sd/- (Er. M. Roy)
Executive Engineer,
Rig Division,
P.N. Complex, Agartala.

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed quotation is invited from the bonafide for supply of various dealers/suppliers / manufacturers /LAMPS / PACS stationery articles for day to day office use. The required tender papers with details information can be obtained from this office w.e.f. 29/04/2025 to 17/05/2025. The tender box will be kept open from 29/04/2025 up to 17/05/2025 (between 10.00 AM to 04.00 PM) (working day).The bidders should submit all required documents & Earnest Money of Rs.10000/= (ten thousand) along with the tender papers.

Block Development Officer
Md Nuruj Jaman Islam
Hrishyamukh
R.D.Block:South Tripura
ICA/C/317/25

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

বাঙালিদের পুণ্যদিন অক্ষয় তৃতীয়া

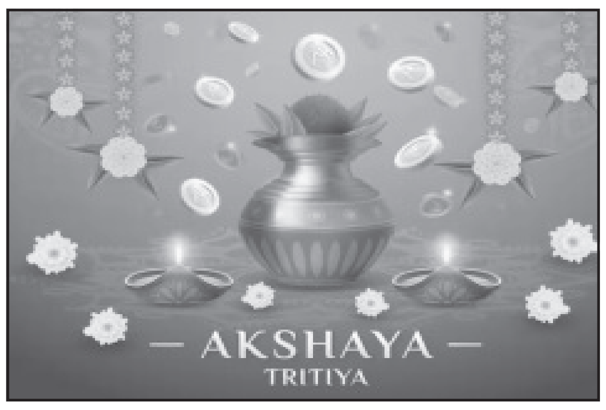

অক্ষয় তৃতীয়া হল হিন্দু পঞ্জিকার বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া অর্থাৎ শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি। এটি হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তিথি। এই শুভদিনে বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম জন্ম নিয়েছিলেন, এ জন্য এই দিনটি পরশুরাম জয়ন্তী হিসেবেও পালন করা হয়। বেদব্যাস ও গণেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন. এদিনই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের সূচনা হয়। এদিনই রাজা ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে মর্তে নিয়ে এসেছিলেন। এদিনই কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেন। কুবেরের এই দিন লক্ষ্মী লাভ হয়েছিল বলে, এদিন বৈভব-লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। এই তিথি হতে পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে রথ নির্মাণ শুরু হয়। অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বৈদিক বিশ্বাসানুসারে, এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। কেদার-বদ্রী- গঙ্গোত্রী -যমুনোত্রীর যে মন্দির ছয়মাস বন্ধ থাকে এইদিনেই তার দ্বার উদ্‌ঘাটন হয়। দ্বার খুললেই দেখা যায় সেই অক্ষয়দীপ যা ছয়মাস আগে জ্বালিয়ে আসা হয়েছিল আধুনিককালে এই তিথিতে সোনার বা রূপার গয়না কেনা হয়। মনে করা হয়, এই শুভ তিথিতে রত্ন বা জিনিসপত্র কিনলে গৃহে শুভ যোগ হবে। সুখ-শান্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি হবে, এই আশাতেই এদিন মানুষ কিছু না কিছু কিনে থাকেন

সংস্কৃত ভাষায়, 'অক্ষয়' শব্দটি 'অবিনশ্বর, ক্ষয় নাই যাহার, সমৃদ্ধি, প্রত্যাশা, আনন্দ, সাফল্য', 'ত্রিত্য' এবং তৃতীয়া অর্থ 'চাঁদের তৃতীয় দিন'। হিন্দু পঞ্জিকায় বসন্তের বৈশাখ মাসের 'তৃতীয় চন্দ্র দিন' এর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।

এই উৎসবটি ঋষি দূর্বাসা সহ অসংখ্য ঋষিদের দর্শনের সময় দেবতা কৃষ্ণ দ্বারা দ্রৌপদীর কাছে অক্ষয়পাত্রের উপস্থাপনা সম্পর্কিত। বনবাসের সময় পাণ্ডব রাজপুত্ররা খাবারের অভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের অতিথিদের প্রথাগত আতিথেয়তা প্রসারিত করতে না পারায় তাদের স্ত্রী দ্রৌপদী এতে কষ্ট পেয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সূর্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যিনি তাকে এই বাটি দিয়েছিলেন। যতক্ষণ না দ্রৌপদী তাদের সমস্ত অতিথিদের পরিবেশন করবেন ততক্ষণ তা পূর্ণ থাকবে। সহজে ক্রুদ্ধ ঋষি দূর্বাসার দর্শনের সময় কৃষ্ণ বাটি থেকে একটি ছোট কণা খেয়েছিলেন যা ঋষির ক্রোধকে বঞ্চিত করেছিল এবং পাণ্ডবদের তার অভিশাপ থেকে রক্ষা করেছিল। শ্রুতি আছে এই যে, ঋষি ব্যাস অক্ষয় তৃতীয়ায় দেবতা গণেশকে হিন্দু মহাকাব্য মহাভারতে পাঠ করা শুরু করেছিলেন। আরেকটি শ্রুতি যে এই দিনে গঙ্গা নদী পৃথিবীতে নেমে এসেছিল। ছোট চার ধাম তীর্থযাত্রার সময় অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ উপলক্ষে যমুনোত্রী মন্দির এবং গঙ্গোত্রী মন্দির খোলা হয়, হিমালয় অঞ্চলের ভারী তুষারপাত-ভারাক্রান্ত শীতের সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে। অক্ষয় তৃতীয়ার অভিজিৎ মুহূর্তে মন্দিরগুলি খোলা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ উপলক্ষে যমুনোত্রী মন্দির এবং গঙ্গোত্রী মন্দির খোলা হয়।

গোমড়া মুখে হাসি ফোটাবেন ম্যাজিক মাশরুমে

গোমড়া মুখে হাসি ফোটাবেন? ভরসা ম্যাজিক মাশরুমভারাক্রান্ত মনে জাঁকিয়ে বসেছে অবসাদ। পৃথিবীতে কিছুই আর ভালো লাগছে না। বিনা কারণে পেয়ে বসেছে একরাশ বিরক্তি। নতুন কোনো ইচ্ছে নেই, নেই কোনো উদ্যম। মনোবিদের পরামর্শেও কোনো লাভ হচ্ছে না। এমন সময় কাজে লাগতে পারে কেবল মাশরুমের জাদু। যেমন-তেমন মাশরুম নয় এ হচ্ছে ম্যাজিক মাশরুম। গোমড়া মুখে হাসি ফোটাতে এটাই গবেষক-চিকিৎসকদের নতুন অস্ত্র। সম্প্রতি ব্রিটেনের ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এই ম্যাজিক মাশরুমের কাহিনি। যার সামান্য সেবনেই মানসিক অবসাদগ্রস্ত মানুষের মুখে ফুটছে হাসি। যা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থেকেও যাচ্ছে। কীভাবে, কোথায় এই মাশরুম তৈরি হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি।

তবে গবেষকদের দাবি, মানসিক অবসাদের যে সমস্ত মামলায় ডাক্তাররা পর্যন্ত হার মেনে নিয়েছেন এমন কিছু মনোরোগীর মুখেও হাসি ফুটিয়েছে এই ম্যাজিক মাশরুম। এর প্রভাব প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে রোগীদের মধ্যে বেশ ভালো সাড়া দেখা গেছে। অনেকে জানিয়েছেন, ম্যাজিক মাশরুম খাওয়ার পর তাঁদের মনে হয়েছে যেন মাথার ভেতরটা কেউ পরিষ্কার করে দিল। কেউ কেউ একে কম্পিউটার রিবুট করার সঙ্গেও তুলনা করেছেন। ঙপ্রকৃতির মাঝে প্রকৃতির নিয়মেই তৈরি হয় এই মাশরুম। গবেষকদের দাবি এতে এমন সাইকোঅ্যাক্টিভ যৌগ রয়েছে যা মস্তিষ্কে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এর প্রভাব টের পাওয়া যায়। তবে গবেষকদের মতে পুরো বিষয়টি এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই রয়েছে। এর পার্শ প্রতিক্রিয়া থাকার সম্ভাবনাও প্রবল। তা ছাড়া এর প্রভাব সাময়িক। সময় পেরিয়ে গেলেই প্রভাব কমতে থাকে।

রুটি-মাংস আর স্যালাডেই কমবে সুগার

ঘরে ঘরে এখন জাঁকিয়ে বসেছে সুগারের সমস্যা। বিশ্বজুড়েই নিঃশব্দে থাবা বসাচ্ছে ডায়াবেটিস। যদিও এই ডায়াবেটিসের প্রকৃত কারণ এবং চিকিতা পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। নিয়ম মেনে ওষুধ খেয়ে সুগার বশে রাখা যায় মাত্র। সারা জীবনের মত কমিয়ে ফেলা বা ডায়াবেটিস মুক্ত হওয়া যায় না। অগ্ন্যাশয় থেকে তৈরি হয় ইনসুলিন হরমোন।

যখন সেই হরমোন কম পরিমাণে উতন্ন হয় বা একেবারেই তৈরি হয় না তখনই রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। অনেকের জন্মগত ভাবেই এই সমস্যা থাকে। তারা টাইপ ১ ডায়াবেটিসের শিকার। রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লে সেখান থেকে একাধিক সমস্যা দেখা দেয়। হার্ট, চোখ, কিডনি এবং স্নায়ুর সমস্যা হয় সবচাইতে বেশি। মাত্রাতিরিক্ত সুগারে কিডনি বিকল পর্যন্ত করে দিতে পারে। আর তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল খাবার। আজকাল টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করা, কোনও রকম শরীরচর্চা না করা, মাত্রাতিরিক্ত কফি খাওয়া, হাই ক্যালোরির খাবার বেশি খাওয়া, জাঙ্ক ফুড অত্যধিক পরিমাণে খেলে সেখান থেকেই সুগার বেড়ে যাওয়ার মত সমস্যা হয়। আর তাই প্রথমেই রাশ টানতে হবে রোজকারের খাবারে। সঙ্গে মেনে চলতে হবে কঠোর জীবনযাত্রাও। রোজ নিয়ম করে শরীরচর্চা, ঘড়ি ধরে খাওয়া-দাওয়া, অতিরিক্ত চিনি না খাওয়া, ঠাণ্ডা পানীয় এড়িয়ে চলা এসব করতেই হবে। পাশাপাশি আরও যা কিছু খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদরা। বিশেষত ডিনারে এই পরামর্শ মানতে পারলে ফল পাবেনই।

রুটি— রুটির মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। এছাড়াও থাকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি, খনিজ। আর তাই রাতে রুটি খাওয়ারই পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। মাল্টিগ্রেন আটা ব্যবহার করতে পারলে সবচাইতে ভাল। নইলে আটার সঙ্গে ওটসের গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে রুটি বানান। তবে ২ টো রুটির বেশি কিন্তু নয়। রুমালি রুটি, নান, তন্দুরি এসব এড়িয়ে চলুন।

মাছ বা মাংস- মাছ খেলে ছোট এক পিস বা মাংস কেলে ২ পিস খেতে পারেন। গ্রিলড ফিশ হলে সবচাইতে ভাল। মাছ ভাজা খাবেন না। চাইলে ভেজে হালকা ঝোল বানিয়ে খেতে পারেন। চিকেনের সবজি দিয়ে স্ট্যু বানিয়ে নিন। বা খুব হালকা রান্না করুন। মাংস যাতে সুসিদ্ধ হয় সেদিকেও খেয়াল রাখুন।

একবাটি সবজি খান- হাজর, বিনস, ব্রকোলি, ক্যাপসিকাম এসব সিদ্ধ করে খেতে পারেন। নইলে সুগারের রোগীরা একবাটি করে সামান্য তেল দোয়া সবজির তরকারি খান। পুঁই শাক এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল। গাজর, কুমড়ো, পটল, ঝিঙে এসব খেতেই পারেন। স্যালাড- রাতে হোক বা দুপুরে একবাটি স্যালাড কিন্তু অবশ্যই খাবেন। শসা, পেঁয়াজ, টমেটো, লেবু দিয়ে বানিয়ে নিলেই চলবে। একবাটি ভর্তি স্যালাড যেমন খেতে ভাল লাগে তেমনই অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেটও ভরা থাকে। এই ডায়েট মানলে ওজন কমে আর ডায়াবেটিসও থাকে নিয়ন্ত্রণে।

যেসব খাবার চল্লিশের পর স্মৃতিশক্তি ধারালো করে

মানসিক চাপ, ব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর। আর এসব কারণে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও উপযুক্ত খাদ্যতালিকা এই গতি ধীর করতে পারে। এছাড়াও শরীরচর্চা, মানসিক চাপ কমানো, পর্যাপ্ত ঘুম ইত্যাদি স্মৃতিশক্তির তারুণ্য বজায় রাখতে সক্ষম। বিএমজে সাময়িকীতে ২০১২ সালে প্রকাশিত ফ্রান্সের 'হোপিটাল পল ব্রুসে'র 'ইনসেরাম সেন্টার ফর রিসার্চ ইন এপিডেমিওলজি অ্যান্ড পপুলেশন হেল'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স পঁয়তাল্লিশের শুরুর পর্যায়ে জ্ঞানীয় ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে।

আর 'ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া'র 'ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজি'র গবেষণা অনুযায়ী, বয়স ২০ বা ৩০'য়ের শুরুতে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া শুরু করে। তবে এই নিয়ে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল যা বয়স চল্লিশের পরে স্মৃতিশক্তি শাণিত রাখতে সহায়তা করে। বিট: যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ নিকোল স্টেফানো'র মতে, চল্লিশ বছর বয়সের পরে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য বিট একটি দুর্দান্ত খাবার।

ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "বিট প্রাকৃতিক রঞ্জক বিটালাইনস সমৃদ্ধ যা জারণের চাপ ও প্রদাহের কারণে মস্তিষ্কের অকাল বার্ধক্য ও স্মৃতিভ্রংশ হ্রাস করতে সাহায্য করে।" তৈলাক্ত মাছ: 'দ্য স্পোর্টস নিউট্রিশন প্লেবুক'য়ের লেখক ও ডালাস-ভিত্তিক অ্যামি পুষ্টিবিদ গুডসন বলেন, "মস্তিষ্ক ওমেগা-থ্রি চর্বি ব্যবহার করে বুদ্ধি এবং স্নায়ুকোষ তৈরি করে, যা শেখার এবং স্মৃতিশক্তির জন্য অপরিহার্য।"

তাই, মস্তিষ্কের উর্বরতা বাড়ানোর খাবার তালিকায় স্যামন, ট্রাউট ও টুনা মাছ শীর্ষে অবস্থান করছে। 'ডিশ অন ফিশ'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ এবং ব্লগার রিমা ক্লেইনারের মতে, স্যামন ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড 'ডিএইচএ' এবং 'ইপিএ'য়ের ভালো উৎস। ক্লেইনার বলেন, "ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদস্বাস্থ্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং জ্ঞানীয় কার্যকারিতা বাড়ায় এবং এর 'ইপিএ' মস্তিষ্কের কোষের প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে।

তিসির বীজ: তিসির বীজ প্রোটিন ও আঁশের ভালো উৎস। এছাড়াও এটা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে বেশ উপকারী। "তিসির বীজ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড (এএলএ) সমৃদ্ধ" বলেন, 'টু দ্যা পয়েন্ট নিউট্রিশন ডটকম'য়ের কর্ণধার ও নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ র্যাচেল ফাইন। তিনি আরও বলেন, "এএলএ ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে ইপিএ এবং ডিএইচএ, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ওমেগা-থ্রি তে রূপান্তরিত হয়। যা মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।" ফাইন আরও বলেন, "তিসি হজম করতে ও পূর্ণ গুণাগুণ পেতে তা গুঁড়া করে খাওয়া উচিত। তিসির বীজ নানা রকমের স্মুদি, প্যানকেক বা ঘোল হিসেবে খাওয়া যায়।" কাঠ-বাদাম: ক্যালিফোর্নিয়ার নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ অ্যাশলি লারসসেন, বিশ্বাস করেন, বাদাম ও বীজ থেকে পাওয়া স্বাস্থ্যকর চর্বি মস্তিষ্ক শাণিত করতে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে।

তার মতে, "কাঠ বাদাম উচ্চ মনোআনস্যাচুরেইটেড চর্বি সমৃদ্ধ। যা কেবল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় না বরং জ্ঞানীয় কার্যকারিতাও সক্রিয় রাখে।" লারসেন, ৪৮০ জন বয়স্ক নারীদের ওপর 'বেথ ইসরায়েল ডিকোনেস মেডিকেল সেন্টার'য়ের করা গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলেন, "যারা বিগত তিন বছর ধরে মনোআনস্যাচুররেইটেড অ্যাসিড খাবার তালিকায় রেখেছিলেন তাদের জ্ঞানীয় ক্ষমতা কম হ্রাস পেয়েছিল।" ব্রকলি ও অন্যান্য কপি-ধরনের সবজি: যুক্তরাষ্ট্রের, লুজিয়ানা'র পুষ্টিবিদ লি জ্যাকসনের মতে, ব্রকলি ও কপি-জাতীয় সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, কপি ও অঙ্কুরিত ব্রাসেলস মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। "ব্রকলি উচ্চ সালফোরাফেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা প্রদাহের বিরুদ্ধে কাজ করে। আর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ক্ষয়ের জন্য দায়ী" বলেন, জ্যাকসন। এছাড়াও, ব্রকলি আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় তা নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে বলে জানান, জ্যাকসন। জলপাইয়ের তেল: মস্তিষ্ক সচল রাখতে মাখনের বদলে জলপাইয়ের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেন লারসেন। তিনি বলেন, "জলপাইয়ের তেল স্বাস্থ্যকর চর্বি ও পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা মস্তিষ্কের জারণের চাপ ও ক্ষয় কমাতে সহায়তা করে।"

তিনি, সবজি বা মাংস রান্নায় অথবা সালাদ পরিবেশনের সময় জলপাইয়ের তেল ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

শসার গুণেই মুক্তি পাবেন ত্বকের নানা সমস্যা থেকে

শসা এমন একটি ফল যা আমাদের ত্বক ও স্বাস্থ্য, উভয়েরই উপকার করে। ত্বকের নানান সমস্যা দূর করে এই কম ক্যালোরি ও ফাইবার সমৃদ্ধ ফলটি। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। শসা ত্বককে নরম রাখতে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে, ত্বককে ভেতর থেকে সতেজ ও টানটান রাখতে বেশ সাহায্য করে। এখন সব সময়ই বাজারে শসা পাওয়া যায়। যে কারণে সকলের বাড়িতেই সারা বছর শসা মজুত থাকে। এই শসা দিয়েই তৈরি করতে পারেন ফেস প্যাক, যা আপনার ত্বকে পুষ্টি যোগাবে এবং ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফেরাবে।

অ্যালোভেরা এবং শসা এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ১/৪ গ্রেট করা শসা মেশান ভাল করে। এই মিশ্রণটি মুখ এবং গলায় লাগিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন। তারপর হালকা গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক ত্বককে পুনরুজ্জীবিত এবং উজ্জ্বল করে তুলবে। আমন্ড এবং শসা এক টেবিল চামচ আমন্ড বাটার এবং ২-৩ টুকরো শসা মিক্সিতে দিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড করে নিন। প্যাকটি মুখে ও গলায় লাগিয়ে ১০ মিনিট রাখুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন। এই শসার ফেস প্যাক শুষ্ক ত্বকের জন্য আদর্শ। বেসন এবং শসা ২ টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে ২-৩ টেবিল চামচ শসার রস মিশিয়ে নিন। প্যাকটি মুখ ও গলায় সমানভাবে লাগিয়ে শুকোতে দিন। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক উজ্জ্বল করে তোলে এই ফেস মাস্ক। শসার খোসা ছাড়িয়ে পাকা টমেটোর সঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এই পেস্টটি মুখ ও গলায় ভাল করে লাগিয়ে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন। তারপর ১৫ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। শসার এই ফেস প্যাক ত্বক উজ্জ্বল করে তুলবে। মুলতানি মাটি এবং শসা ২ টেবিল চামচ শসার রস, ১ টেবিল চামচ গোলাপ জল এবং ১-২ টেবিল চামচ মুলতানি মাটি একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক ত্বকের ময়লা দূর করে এবং ব্রণ কমায়। অয়েলি স্কিনের জন্য এই প্যাক উপযুক্ত।লেবু এবং শসা শসার রসের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে মুখে ও গলায় লাগান ভাল করে। ১৫ মিনিট রাখার পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের অতিরিক্ত তেল উতাদন নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং ট্যানও দূর হবে।

নিয়মিত মুড়ি খেলেই আপনার শরীরে মিলবে অনেক উপকার

প্রথমেই বলে রাখি, এটা সকলেই জানেন মুড়ি অ্যাসিডটি রোধ করে। শরীরে যাদের হজমের সমস্যা রয়েছে, যাদের অ্যাসিডিটি হয়, তাদের ক্ষেত্রে মুড়ি খুবই উপকারী। তাই নিয়মিত মুড়ি খেলে অ্যাসিডিটি কমবে। পেটের সমস্যায় শুকনো মুড়ি কিংবা ভেজা মুড়ি খেলে তাতণিক উপকার পাওয়া যায়। মুড়িতে ভিটামিন বি ও প্রচুর পরিমাণে মিনারেল থাকায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

মুড়ি চিবিয়ে খেতে হয়। এর ফলে দাঁত ও মাড়ির একটা ব্যায়াম হয়। নিয়মিত মুড়ি খেলে দাঁত ও মাড়ি ভাল থাকে। কারণ, মুড়িতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ফাইবার, যা হাড় শক্ত করে। এছাড়া মুড়িতে রয়েছে শর্করা, যা প্রতিদিনের কাজে শক্তি যোগান দেয়। কম ক্যালরির খাবার খাবেন, আবার পেটও ভরবে, যদি এমনই আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে মুড়ি খেতে পারেন। সারাদিন, বাড়িতে, অফিসে যখনই হাল্কা ক্ষুধা পাবে, তখন মুড়ি খেয়ে নিলে ক্ষুধা মিটবে, ক্ষতিও হবে না।

যাদের পেটের সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে মুড়ি বিশেষ উপকারি। এছাড়া মুড়িতে সোডিয়ামের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে। যারা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন, তারা মুড়ি খেতে পারেন।

দই খাওয়ার কিছু নিয়ম মানা জরুরি

দইয়ে পুষ্টিগুণ সকলেরই জানা। যারা মেদ ঝরাতে ডায়েটিং করছেন তাদের রোজকার পাতে তো দই অপিহার্য। বাড়ির বয়স্ক সদস্য, দিদিমা-ঠাকুমারা বলেন শ্রাবণ মাসে বা বর্ষাকালে দই খেতে নেই। সত্যি কি তাই? কী বলছে আয়ুর্বেদ? দইয়ে রয়েছে ক্যালশিয়াম, প্রোটিন এবং ভিটামিন। পুষ্টিগুণও বেশ বেশি। কিন্তু বর্ষাকালে দই খাওয়া নিয়ে মতান্তর রয়েছে। আয়ুর্বেদ বলছে, শ্রাবণ মাসে দই খাওয়া উচিৎ নয়। কারণ, ভরা বর্ষায় পিত্ত, বাত এবং পেট সংক্রান্ত সমস্যা বাড়ে। আর দইয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য দেহের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় দই খেলে একাধিক শারীরিক সমস্যা বাড়ার আশঙ্কাও থাকে। যেমন-গলাব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, হজমের সমস্যা হতে পারে। যাদের সাইনাসের সমস্যা রয়েছে তাদেরও এই সময় দই খেতে নিষেধ করেন পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা। যদিও আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। বর্ষায় হজমের সমস্যা হয়। দই অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখে। চিকিৎসকরা বলছে, দই স্বাস্থ্যকর খাদ্য। কিন্তু সব খাবারের সঙ্গে দই খাওয়া চলে না। দইয়ের ভুল সঙ্গী নির্বাচনের ফলে উপকারের চেয়ে অপকার হয় বেশি। তাই দই খাওয়ার সঠিক উপায় জেনে নেওয়া প্রয়োজন। জানেন কীভাবে খাবেন দই? পুষ্টিবিদরা বলছেন, বর্ষাকালে দই খাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। শুকনো খোলায় ভেজে নেওয়া জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ এবং বিট নুন দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। পরে আরও কিছুটা নুন মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে দই। এই মিশ্রণ একদিকে যেমন ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সক্ষম, তেমনই হজম ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। ঝটপট সারিয়ে ফেলে গলা ধরার সমস্যাও। তবে বর্ষাকালে অনেকদিনের পুরনো দইয়ের চেয়ে তাজা দই খাওয়াই উপযুক্ত। দইয়ের সঙ্গে বাদাম, ড্রাই ফ্রুটস মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

রাতের খাবার থেকে কতটুকু ক্যালোরি গ্রহণ করা উচিত?

রাতের খাবার থেকে পরিমাণ মতো ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিষয় হল, ক্যালরি গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই। মানুষের জীবনধারনের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা ঠিক করতে হয়। তবে রাতের খাবার থেকে একটু হিসাব করেই ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিশেষ করে যারা ওজন কমানোর লক্ষ্যে রয়েছেন। কারণ দিনের শেষে বেশিরভাগ সময়ই ভারি খাবার খাওয়া হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাকেঞ্জি বার্জেস এক্ষেত্রে বলেন, "শারীরিক অবস্থা আর পুষ্টির চাহিদার ওপর ভিত্তি করে একেকজনের ক্যালরি গ্রহণে মাত্রা একেক রকম হয়।" পপসুগার ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কলোরাডোর এই পুষ্টিবিদ আরও বলেন, "একজন বডিবিল্ডারের তুলনায় একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ক্যালরির গ্রহণের মাত্রা এক হবে না। তবে সাধারণভাবে একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে রাতের খাবার থেকে ৫০০ থেকে ৭০০ ক্যালরি গ্রহণ করা উচিত।" এখন এই পরিমাণ ক্যালরির মাত্রা কীভাবে নির্ধারণ করা যায়? বার্জেস বলেন, "ক্যালরি সব কিছু নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াই হবে প্রধান উদ্দেশ্য। সব মিলিয়ে ভারসাম্য থাকবে।" তিনি আরও বলেন, "যেহেতু রাতের খাবারটা একটু ভারি হয় সেহেতু সেখানে থাকতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেইট, সবজি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি।" উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "সেটা হতে পারে চার আউন্স বা আধা কাপ মাছ, আধা কাপ লাল-চালের ভাত, দুই কাপ সবজি অল্প অলিভ অয়েলে রান্না করা। আর এখান থেকেই মিলে যাবে ৫০০ ক্যালরি।" আরও হতে পারে, আধা প্লেট সবজির সঙ্গে কোয়ার্টার মুরগির মাংস। সঙ্গে এক প্লেটের চারভাগের একভাগ শষ্য-জাতীয় খাবার, সেটা হতে পারে ওটস। "এভাবে ভারসাম্য বজার রেখে খেতে পারলে পেটও যেমন ভরা থাকবে অনেকক্ষণ তেমনি শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পাবে। আবার অতিরিক্ত ক্যালরিও গ্রহণ করা হবে না।" বলেন বার্জেস। তবে তিনি পরামর্শ দেন, যারা অতি স্থূল তাদের উচিত হবে পেশাদার পুষ্টিবিদের সঙ্গে আলাপ করে খাবারের তালিকা তৈরি করা। কারণ পুষ্টিবিদরা এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা একজনের জীবনযাপনের ধরন ও সারাদিন কী খাবার খাচ্ছে কতটুকু পুষ্টি দরকার সব হিসাব করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আর মনে রাখতে হবে, যারা এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত নয় তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে বোকামী। বার্জেসের কথায়, "ডায়েট' করার ক্ষেত্রে আশপাশে মানুষজন অনেক কথাই বলবে। অনেকে নিজে কোনটা করে উপকার পেয়েছে সেটাও অনুসরণ করতে বলবে। তবে মনে রাখতে হবে একমাত্র পেশাদার পুষ্টিবিদরাই এই ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। আর অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা কমিয়ে খাওয়া শুরু করলে দিন শেষে দুর্বল লাগার পাশাপাশি অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।"

মঙ্গলবার আগরতলা পূর্ব থানার উদ্যোগে চুরি যাওয়া বহু জিনিষ তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

“উন্নত ভারতের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর সহযোগিতার নব সূচনা”, ভারত মণ্ডপমে ‘যুগ্ম ইনোভেশন কনক্লেভ’-এ দাবি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপম-এ অনুষ্ঠিত ‘যুগ্ম ইনোভেশন কনক্লেভ’ (ুড্ডু জ্জদ্রব্রদ্রন্তুখ্র্ষ্ঠদ্রদ্র ঙ্খদ্রদ্রত্বনখন্তত্র)-এ অংশ নিয়ে জাতির ভবিষ্যতের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের সমন্বিত প্রয়াসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, ‘যুগ্ম’ শুধুমাত্র একটি সম্মেলন নয়, বরং এটি সরকার, শিক্ষাজগৎ এবং বিজ্ঞান-গবেষণার সকল স্তরকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী মঞ্চ গড়ে তুলেছে**, যা উন্নত ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতের গভীর প্রযুক্তি (ঙ্গত্রত্রদ্মষ্ঠত্রত্ব) ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী আইআইটি কানপুর এবং আইআইটি বোম্বে-তে এআই ও বায়ো-সায়েন্স ভিত্তিক সুপারহাব-এর উদ্বোধনের কথা জানান এবং ওয়াধওয়ানি ইনোভেশন নেটওয়ার্ক (ঢজ্জঞ্জ) চালুর উল্লেখ করে বলেন, এটি ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণার পরিসরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। তিনি ডঃ রমেশ ওয়াধওয়ানি ও তার ফাউন্ডেশনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “শিক্ষা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা আমাদের যুবশক্তিকে সঠিক দিশা দেবে।”

প্রযুক্তিকে জনসেবার উপায় হিসেবে ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “সত্যিকারের জীবন সেবা ও ত্যাগে উৎসর্গীত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরও এমনই ভূমিকা হওয়া উচিত।” তিনি রমেশ ওয়াধওয়ানির সংগ্রামী জীবনের কথা স্মরণ করে বলেন, “বিভাজনের পর উদ্বাস্তু জীবন থেকে পোলিও আক্রান্ত অবস্থায় উঠে এসে, আজ তিনি বিশ্বখ্যাত উদ্যোক্তা — এটি সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।”

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি (ঙ্কক্কঞ্জ), ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেমন পিএম-ই-বিদ্যা, ঙ্গজ্জঞ্জচ্ছ্ছঙ এবং ‘ওয়ান নেশন, ওয়ান ডিজিটাল এডুকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ গঠনের উল্লেখ করে বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হলো ছাত্রদের বহুভাষিক, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সুযোগ প্রদান।”

তিনি গবেষণার পরিকাঠামোকে মজবুত করার কথা জানিয়ে বলেন, “২০১৩-১৪ সালে যেখানে গবেষণার জন্য ৬০,০০০ কোটি বরাদ্দ ছিল, তা এখন বৃদ্ধি পেয়ে ১.২৫ লক্ষ কোটিরও বেশি হয়েছে। প্রায় ৬০০০ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সেল গঠিত হয়েছে।”

মোদী হাইপারলুপ, ন্যানো প্রযুক্তি, ‘ব্রেইন অন এ চিপ’, দেশীয় এমআরআই মেশিন ইত্যাদি উদ্ভাবনের উল্লেখ করে বলেন, “ভারতীয় ক্যাম্পাসগুলো এখন উদ্ভাবনের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে।” তিনি বলেন, “২০১৪ সালে ৯টি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ক্টছ র‍্যাংকিং-এ ছিল, এখন তা ৪৬-এ পৌঁছেছে। ২০০০ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯০টিরও বেশি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন উচ্চ শিক্ষা ইমপ্যাক্ট র‍্যাংকিং-এ তালিকাভুক্ত।”

আন্তর্জাতিকীকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আইআইটি দিল্লি, আইআইটি মাদ্রাজ ইতিমধ্যে আবুধাবি ও তাঞ্জানিয়ায় তাদের ক্যাম্পাস চালু করেছে এবং আইআইএম আহমেদাবাদ শীঘ্রই দুবাইতে ক্যাম্পাস চালু করতে যাচ্ছে। একইসঙ্গে বিশ্বের প্রথম সারির অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ও ভারতে ক্যাম্পাস স্থাপন করছে।”

তিনি অটল টিঙ্কারিং ল্যাব, পিএম-বিদ্যা লক্ষ্মী প্রকল্প, ইন্টার্নশিপ সেল এবং এআই-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বলেন, “প্রতিভা, প্রকৃতি এবং প্রযুক্তির সংমিশ্রণই ভারতকে বিশ্বমঞ্চে শীর্ষে পৌঁছে দেবে।” প্রধানমন্ত্রী মোদী আগামী ২৫ বছরে উন্নত ভারত গঠনের লক্ষ্য নিয়ে বলেন, “চিন্তা থেকে প্রোটোটাইপ এবং তারপর বাজার পর্যন্ত পৌঁছানোর গতি যত দ্রুত হবে, তত দ্রুত দেশের উন্নয়ন হবে।” তিনি গবেষকদের আর্থিক ও নীতিগত সহযোগিতার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলে জানান।

এআই, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, স্পেস টেকনোলজি ও মেডিটেক-এর ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ভারত এখন এআই-এর উৎপাদন এবং ব্যবহার — উভয়ক্ষেত্রেই নেতৃত্বে পৌঁছতে চলেছে।” তিনি মেক এআই ইন ইন্ডিয়া ও মেক এআই ওয়ার্ক ফর ইন্ডিয়া এই দুই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভারত-এআই মিশন এবং এআই এক্সিলেন্স সেন্টার্স গঠনের কথাও বলেন।

সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ওয়াধওয়ানি ফাউন্ডেশন ও শিক্ষা মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগ, যুগ্ম (ুড্ডওঞ্চ) আগামী দিনে ভারতের উদ্ভাবনী দৃশ্যপটকে রূপান্তর করবে। এই প্রচেষ্টাগুলির জন্য আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।” অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং, সাংসদ জয়ন্ত চৌধুরী ও ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

পটভূমি:

”যুগ্ম” (যার অর্থ ’সংগম’) হল একটি অনন্য কৌশলগত কনক্লেভ, যা প্রথমবারের মতো সরকার, শিক্ষাজগত, শিল্প ও উদ্ভাবনী ব্যবস্থার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের এক মঞ্চে নিয়ে এসেছে। এই কনক্লেভটি ওয়াধওয়ানি ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকার একটি সহযোগী প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত, যা ভারতের উদ্ভাবনী যাত্রায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ও উদ্ভাবনভিত্তিক ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে, এই সম্মেলনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সূচনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে: আইআইটি কানপুরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেমস নিয়ে সুপারহাব, আইআইটি বোম্বে-তে বায়োসায়েন্স, বায়োটেকনোলজি, স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে কেন্দ্রীভূত সুপারহাব, শীর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ‘ওয়াধওয়ানি ইনোভেশন নেটওয়ার্ক’ (ঢজ্জঞ্জ) কেন্দ্র স্থাপন, যা গবেষণার বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা করবে, ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ঙ্ক্ষুট্টচ)-এর সঙ্গে অংশীদারিত্ব, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে বেগবান করার জন্য।

সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে উচ্চস্তরের গোলটেবিল বৈঠক, প্যানেল আলোচনা, যেখানে সরকারি কর্মকর্তা, শিল্পজগতের শীর্ষস্থানীয়রা এবং শিক্ষাবিদরা একত্র হবেন।

গবেষণাকে বাস্তবায়নের পথে দ্রুত এগিয়ে নিতে কার্যকর আলোচনা হবে, এবং সারা দেশের অত্যাধুনিক ‘ডিপ-টেক স্টার্টআপ’-গুলির প্রদর্শনীও থাকবে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ নেটওয়ার্কিং সুযোগও তৈরি করা হয়েছে, যা সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করবে।

এই কনক্লেভের মূল লক্ষ্য হল: ভারতের উদ্ভাবনী ব্যবস্থায় ব্যাপক বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, গবেষণা থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত প্রযুক্তিগত রূপান্তরকে দ্রুততর করা, শিক্ষা, শিল্প ও সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্বকে মজবুত করা, ঙ্ক্ষুট্টচ ও ঙ্জ্জঙ্কক-এর মত জাতীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সকল প্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবনের সুলভ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, ”উন্নত ভারতগ২০৪৭” লক্ষ্যপূরণে উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি সাধন করা

‘যুগ্ম’ কনক্লেভ ভারতকে একটি উদ্ভাবন-নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তর করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর ও গ্রিসের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : আজ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর গ্রিসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ গেরাপেট্রিটিসের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এই বৈঠকে সম্প্রতি পাহেলগাম-এ সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী হামলা নিয়ে মতবিনিময় হয়।

ডঃ জয়শঙ্কর বলেন, সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গ্রিসের কঠোর অবস্থান প্রশংসনীয়। তিনি আরও জানান, ভারত ও গ্রিসের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব দুই দেশের সম্পর্কের গভীরতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়। দু’’দেশের নেতারা পারস্পরিক সহযোগিতা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পনাও আলোচনা করেন।

মেঘালয় সরকার ও ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিনী বিভাগের মধ্যে ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

শিলং, ২৯ এপ্রিল : ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে, মেঘালয় সরকার ভারতের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিনী বিভাগের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির অধীনে গারো ও খাসি ভাষাকে ভাষিনী প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ভাষিনী একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত উদ্যোগ, যার লক্ষ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত বাধাগুলি দূর করে ডিজিটাল ব্যবস্থায় সমতা আনা।

রাজ্য কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা ভার্চুয়ালি অংশ নেন এবং রাজ্যের শিল্প, সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী পল লিংদোহ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে খাসি সাহিত্য সভা এবং আচিক সাহিত্য সভার সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

এই উদ্যোগ আদিবাসী ভাষাগুলিকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ইরান কর্তৃক ইয়েমেনের রাজধানী সানা ও সাদা প্রদেশে মার্কিন বিমান হামলার তীব্র নিন্দা

ইরান, ২৯ এপ্রিল : ইরান ইয়েমেনের রাজধানী সানা এবং সাদা প্রদেশে যুক্তরাষ্ট্রের চালানো প্রাণঘাতী বিমান হামলার কঠোর নিন্দা জানিয়েছে। এই হামলায় সেই কেন্দ্রও অন্তর্ভুক্ত, যেখানে আফ্রিকান অভিবাসীদের রাখা হয়েছিল।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘেই রবিবার এক বিবৃতিতে এই হামলার নিন্দা করেন। তিনি জানান, সাদা প্রদেশের একটি বন্দি কেন্দ্রে অন্তত ৬৮ জন আফ্রিকান অভিবাসীসহ প্রায় ৭৮ জন নিহত হন এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন। বাঘেই এই হামলাকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, বেসামরিক জনগণের ঘরবাড়ি, প্রধান

পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে সংসদের বিশেষ অধিবেশন চাইলেন রাহুল গান্ধী ও খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে পহেলগাঁওয়ে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ জঙ্গি হামলা নিয়ে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, “উভয় কক্ষেই প্রতিনিধিদের একত্রিত করে ঐক্য ও সংকল্প প্রদর্শনের সময় এটি।”

এই একই দাবি করেছেন কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেও। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিতে লিখেছেন, পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা প্রয়োজন। এই মুহূর্তে দেশের ঐক্য ও সংহতির বার্তা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গত সপ্তাহে পহেলগাঁওয়ের বৈসারণ উপত্যকায় পর্যটকদের উপর চালানো নির্মম হামলায় ২৬ জন নিহত হন, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ভ্রমণার্থী। সারা দেশ জুড়ে এই হামলা নিয়ে ক্ষোভ ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ভারত এই হামলার জন্য “সীমান্ত পারাপারের যোগসূত্র”কেই দায়ী করছে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির আশ্বাস দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা চিঠিতে খাড়গে লিখেছেন, “এই সংকটের সময়ে ঐক্য ও সংহতি অপরিহার্য। তাই বিরোধীপক্ষ মনে করে যে উভয় কক্ষে একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা এখন সময়ের দাবি।” তিনি আরও লেখেন, “২২ এপ্রিল নিরীহ নাগরিকদের উপর চালানো এই নিষ্ঠুর হামলার বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত সংকল্প এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দিতে এই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশাবাদী যে এই আহ্বান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।”

অন্যদিকে, সোমবার (২৮ এপ্রিল) রাজস্থানে কংগ্রেসের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন খাড়গে। তিনি অভিযোগ করেন, পহেলগাঁও হামলা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে মোদীর অনুপস্থিতি উদ্বেগজনক। তার মতে, এই সঙ্কটের মুহূর্তে সবাই একসঙ্গে লড়াই করতে চাইলেও বিজেপি “বিভাজনের রাজনীতি” করে মানুষের মধ্যে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। এছাড়া, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও দলে যোগাযোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত জয়রাম রমেশ এক্স-এ খাড়গের চিঠি শেয়ার করে জানান, “২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার আবেদন জানিয়ে গতরাতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা খাড়গে।”

মিজোরামে দশমের ফল প্রকাশ, পাসের হার ৭৬.৬৮ু, শীর্ষে আইজলের পি.সি. লালথাকিমি

আইজল, ২৯ এপ্রিল : মিজোরাম বোর্ড অব স্কুল এডুকেশন (থক্কচ্ছক্ক) আজ ২০২৫ সালের দশম পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। চলতি বছরে মোট পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৭৬.৬৮ শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় ৩.৩১ শতাংশ বেশি।

ছাত্রীদের মধ্যে পাসের হার ৭৫.৬৩ শতাংশ এবং ছাত্রদের মধ্যে ওই হার ৭৭.৮৬ শতাংশ। অর্থাৎ, এবছর ছেলেরা সামান্য এগিয়ে রয়েছে মেয়েদের তুলনায়।

শীর্ষে রয়েছেন পি.সি. লালথাকিমি। লালথাকিমি আইজল থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ৫০০-র মধ্যে ৪৭৯ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ইসাক এম.এস. দাওংকিমা এবং মালসাওমকিমা চাওংথু উভয়েই ৪৭৫ নম্বর পেয়েছেন। তৃতীয় স্থান দখল করেছেন রিকি লালনুফেলা, যার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৪। মিজোরাম বোর্ডের ১০ম শ্রেণির পরীক্ষা ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

মূল্যায়ন পদ্ধতি:

মিজোরাম বোর্ড অব স্কুল এডুকেশন একটি গ্রেড পয়েন্ট সিস্টেমে ফলাফল মূল্যায়ন করে। যেমন: ৯১-১০০ নম্বর: গ্রেড পয়েন্ট ১০ (সর্বোচ্চ), ৮১-৯০ নম্বর: গ্রেড পয়েন্ট ৯, ৭১-৮০ নম্বর: গ্রেড পয়েন্ট ৮, ৬১-৭০ নম্বর: গ্রেড পয়েন্ট ৭। এভাবে নম্বর অনুযায়ী গ্রেড নির্ধারণ করা হয়।

গত বছরের তুলনায় উন্নতি:

২০২৪ সালে মিজোরামে ১০ম শ্রেণিতে পাসের হার ছিল ৭৩.৩৭ শতাংশ। ১৮,৫৬১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩,৬১৮ জন পাস করেছিলেন। এর মধ্যে ১,৩৩২ জন মেধাতালিকায় স্থান পান, ৩,৮০১ জন প্রথম বিভাগে, ৫,৫৬৪ জন* দ্বিতীয় বিভাগে, ২,৯২১ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তবে ৪,৮৩৭ জন ফেল করেছিলেন এবং ১০৬ জন ‘কম্পার্টমেন্ট’ বিভাগে রাখা হয়েছিল। চলতি বছরের এই ফলাফল শিক্ষার মানোন্নয়নের ইতিবাচক ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।

মিউনিসিপাল নির্বাচন বিলম্বে রাজস্থানে জনস্বার্থ মামলা, হাইকোর্ট চার সপ্তাহের মধ্যে সরকারের জবাব তলব

জয়পুর, ২৯ এপ্রিল : পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর এবার রাজস্থানে মিউনিসিপাল বডি নির্বাচন বিলম্বে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজস্থান হাইকোর্ট এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলাটি প্রাক্তন বিধায়ক সংযম লোধা দায়ের করেন। বিচারপতি চন্দ্রশেখর ও বিচারপতি আনন্দ শর্মা-র ডিভিশন বেঞ্চ সোমবার মামলাটি শুনে এই নির্দেশ দিয়েছে।

আবেদনে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ৫৫টি মিউনিসিপাল বডির মেয়াদ নভেম্বর ২০২৪-এ শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নির্বাচন হয়নি। তার পরিবর্তে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে, যা আবেদনকারীর দাবি অনুযায়ী সংবিধান ও রাজস্থান মিউনিসিপাল অ্যাক্ট, ২০০৯-এর লঙ্ঘন।

আবেদনকারীর আইনজীবী পুনীত সিংভি আদালতে যুক্তি দেন, সুপ্রিম কোর্টও পরিষ্কার বলেছে যে, স্থানীয় নির্বাচন শুধু বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ) মুলতুবি রাখা যায়। এখানে তেমন কোনও পরিস্থিতি নেই। সরকারের পক্ষ থেকে কোনও যৌক্তিক কারণ দেখানো হয়নি। রাজ্যের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজেন্দ্র প্রসাদ জানান, সরকার নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুত এবং বিস্তারিত জবাব যথাসময়ে আদালতে পেশ করা হবে।

আবেদনে ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এটি শহর ও নগর স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেয় এবং সময়মতো নির্বাচন অনিবার্য করে তোলে। মেয়াদ শেষ হওয়ার পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও ভোটের কোনও দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি, যা সংবিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন। আবেদনকারী প্রশাসকদের নিয়োগ অবিলম্বে বাতিল এবং নির্বাচন অবিলম্বে ঘোষণার আবেদন জানিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ৬,৭৫৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচন জানুয়ারি ২০২৫-এ হওয়ার কথা ছিল। তা-ও স্থগিত করা হয়েছিল এবং সেই ক্ষেত্রেও বিদ্যমান সরপঞ্চদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়, যা ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়েছে এবং বিচারাধীন। রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে পুনর্গঠন ও পুনঃসীমা নির্ধারণ প্রক্রিয়া-র কথা বলেছে, যা মে বা জুনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে ওই নির্বাচনও তখন পর্যন্ত স্থগিত থাকছে।

গুজরাট জমি কেলেঙ্কারি : ভুজে ৫.৯২ কোটি টাকার রিয়েল এস্টেট সম্পত্তি জব্দ করল ইডি

আহমেদাবাদ, ২৯ এপ্রিল : গুজরাটে সরকারি জমি অবৈধভাবে বেসরকারি প্রোমোটারের হাতে হস্তান্তরের মামলায় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (ঞ্চথক্রঙ), ২০০২-এর আওতায় ভুজে ৫.৯২ কোটি টাকার সম্পত্তি জব্দ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডির বক্তব্য অনুযায়ী, জব্দ করা সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে কচ্ছ জেলার ভুজ শহরের রিয়েল এস্টেট প্লট, যা বেআইনি ভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। এ মামলায় প্রধান অভিযুক্ত হলেন প্রদীপ শর্মা। তিনি ১৯৮১ সালে গুজরাট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে যোগ দেন এবং ১৯৯৯ সালে আইএএস পদে পদোন্নতি পান। তিনি রাজকোট ও কচ্ছ জেলার জেলা প্রশাসক ছিলেন। ইডির তদন্তে জানা গেছে, জেলা প্রশাসকের পদে থাকার সময় প্রদীপ শর্মা, অন্যান্য রাজস্ব আধিকারিকদের সঙ্গে মিলে সরকারি জমি বেআইনি ভাবে সঞ্জয় শাহ নামক এক প্রোমোটারকে বরাদ্দ করেন, যিনি সেই জমি আবাসিক প্লট হিসেবে রূপান্তর করেন এবং অপরাধমূলক উপার্জন সৃষ্টি করেন।

ইডির বিবৃতি অনুযায়ী, শর্মা সরকারের একাধিক প্রস্তাব ও নিয়ম উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত স্বার্থে জমি বরাদ্দ করেন, যা রাজ্য সরকারের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়। এই দুর্নীতি মামলার তদন্ত শুরু হয়েছিল সিআইডি ক্রাইম ব্রাঞ্চ, বর্ডার জোন, ভুজ-এর এক এফআইআরের ভিত্তিতে। অভিযোগে শর্মার বিরুদ্ধে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল।

প্রদীপ শর্মা এর আগেও একটি পৃথক জমি দুর্নীতি মামলায় জানুয়ারি মাসে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল আদালত। সেই মামলায় তিনি ২০০৪ সালে একটি বেসরকারি সংস্থাকে ৪৭,১৭৩ বর্গমিটার সরকারি জমি বরাদ্দ করে আইন লঙ্ঘন করেছিলেন, যা তাঁর পদাধিকার অনুযায়ী অসমর্থনীয়।

তদন্তকারীরা আরও জানান, একই সংস্থার জন্য জমি বরাদ্দ সংক্রান্ত তিনটি আলাদা আবেদন একদিনে অনুমোদিত হয়, যা একীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম লঙ্ঘন করে। ২০১১ সালে রাজকোট সিআইডি ক্রাইম থানায় শর্মার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসভঙ্গ ও সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের ধারায় মামলা দায়ের হয়। এই জমি দুর্নীতি মামলায় ইডি-র এই সাম্প্রতিক পদক্ষেপ গুজরাটে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা রক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভবিষ্যতের জ্বালানি ‘হরিত হাইড্রোজেন’, বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : নবীন ও নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, হরিত হাইড্রোজেন ভবিষ্যতের জ্বালানি। আজ দিল্লিতে ‘এমএসএমই-এর জন্য জাতীয় হরিত হাইড্রোজেন মিশন: সুযোগ ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক একটি কর্মশালার উদ্বোধনকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী এমএসএমই (মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ)-দের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হরিত হাইড্রোজেন উৎপাদনে অগ্রণী ভূমিকা নিতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এমএসএমই খাতে উৎপাদন, প্রকৌশল এবং নতুন প্রযুক্তিগত ধারণা নিয়ে কাজ করার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভারতের নবীকরণযোগ্য শক্তির লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হতে পারে।

এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী দেশের হরিত হাইড্রোজেন সার্টিফিকেশন স্কিম-এর শুভ সূচনা করেন। তিনি জানান, এই স্কিমের মাধ্যমে ভারতের মধ্যে উৎপাদিত হরিত হাইড্রোজেনের মান ও প্রামাণিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ভারত ইতোমধ্যে জাপানের সঙ্গে ৪ লক্ষ ১২ হাজার টন হরিত হাইড্রোজেন ডেরিভেটিভস সরবরাহের জন্য একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের লক্ষ্য হল ২০৩০ সালের মধ্যে হরিত হাইড্রোজেন উৎপাদন ৫ মিলিয়ন টনে পৌঁছে দেওয়া।

পাকিস্তানি হ্যাকারদের হানার চেষ্টা! ভারতীয় সেনার ৪টি ওয়েবসাইট টার্গেটে, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে সাইবার হুমকি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: সীমান্তে চলা উত্তেজনার মাঝেই এবার সাইবার স্পেসে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ভারতীয় সেনার অন্তত চারটি ওয়েবসাইট হ্যাক করার চেষ্টা করেছে পাকিস্তানি হ্যাকাররা বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। শ্রীনগর ও রানিক্ষেতের আর্মি পাবলিক স্কুলের ওয়েবসাইট-সহ সেনার ওয়েলফেয়ার হাউজিং অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইটে প্রবেশের চেষ্টা চালানো হয়েছে। সীমান্তে গুলির লড়াইয়ের মাঝেই এই সাইবার হানার ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। সূত্রের খবর, সোমবার রাতেও নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর গুলিবর্ষণ চলে। তার ঠিক পরেই সামনে আসে সেনার ওয়েবসাইটে হ্যাকিংয়ের ব্যর্থ চেষ্টার খবর।

পাহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর নয়া ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়েছে। সেনা অফিসারের পরিচয় দিয়ে ফোন করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার চেষ্টা করা হয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে। আইএসআই এজেন্টদের ফোনালাপের অডিও রেকর্ডও সামনে এসেছে। সেনার গাড়ি চলাচলের রুট, হোশিয়ারপুরে সেনা পরিবহণকারী ট্রেন সংক্রান্ত তথ্য জানার চেষ্টা হয়েছে। মুকেরিয়া, পাঠানকোট ও ভটিন্ডা থেকেও সেনা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে আজ জরুরি বৈঠকে বসে কেন্দ্র। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ, অসম রাইফেলস, এনএসজি, সিআরপিএফ, এসএসবি, সিআইএসএফ সহ একাধিক কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা। বৈঠকে নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। পাল্টা হামলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও সূত্রের খবর।

এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে সেনা ও পুলিশের যৌথ মহড়ার ছবি। প্রতিরক্ষার পাশাপাশি পাল্টা প্রত্যাঘাতের প্রস্তুতিও নিচ্ছে ভারতীয় সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনী। সাইবার হামলা হোক বা সীমান্তে আগ্রাসনপ্রতিটি ফ্রন্টে জবাব দিতে প্রস্তুত ভারত।

রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়াল কংগ্রেসের পোস্ট, বিজেপির কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : কংগ্রেস তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে একটি ছবি শেয়ার করায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি। আজ নয়াদিল্লিতে সংবাদমাধ্যমকে বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া বলেন, “পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর এমন সংবেদনশীল সময়ে এই ধরনের পোস্ট করে কংগ্রেস দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে।”

তিনি আরও অভিযোগ করেন, কংগ্রেস পাকিস্তানকে বার্তা দিচ্ছে যে তারা ইসলামাবাদের পাশে আছে। ভাটিয়া কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার মন্তব্যেরও উল্লেখ করেন, যারা পহেলগাম হামলা নিয়ে বিজেপির সমালোচনা করেছিলেন।

বিজেপি মুখপাত্র জোর দিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে পহেলগাম হামলার নেপথ্যের দায়ীদের কড়া জবাব দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এর আগে দিনে কংগ্রেস তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদির সমালোচনা করে একটি বিতর্কিত ছবি প্রকাশ করেছিল, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোতে নির্বাচনে জয়লাভের জন্য কমলা পারসাদ-বিসেসারকে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিনিদাদ ও টোবাগো”র নির্বাচনে জয়লাভের জন্য কমলা পারসাদ-বিসেসারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি ভারত এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ ও পারিবারিক সম্পর্কের ওপর জোর দেন।

এক্স-এর একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী লিখেনঃ “নির্বাচনে জয়লাভের জন্য কমলা পারসাদ আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। ভাবে কাজ করে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করছি উ”

চুরি যাওয়া ৭টি বাইক সহ ১.২৫ কোটি টাকার জিনিস উদ্ধার

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: গত দুইমাসে চুরি যাওয়া ১কোটি ২৫ লক্ষ টাকার বাইক সহ জিনিসপত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। আজ উদ্ধারকৃত জিনিসপত্র প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে বলেন, গত দুই মাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি যাওয়া অভিযোগ থানায় দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। তদন্তে নেমে চুরি যাওয়া সাতটি বাইক, একটি স্কুটি এবং ৪ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এদিন তিনি আরও বলেন, চুরি যাওয়া জিনিসপত্রে বাজারমূল্য আনুমানিক ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা হবে। আজ আদালতের নির্দেশে সেই সকল সামগ্রী তাদের মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি শিবায়ণ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন সদস্য-সদস্যাগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, স্বাবলম্বন প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পশ্চিম জেলার ২৪৪ জনের বিভিন্ন আত্মনির্ভর প্রকল্পে ঋণের আবেদনপত্র মঞ্জর করা হয়েছে। ঋণ দেওয়া হয়েছে ৩৪ জনকে। পিএমইজিপি'তে জেলার ৩০৮ জনের ঋণের আবেদন মঞ্জর করা হয়েছে এবং ৪৪ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। হস্তত়াঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধিগণও সভায় এই শিল্পের বিগত দিনের কর্মসূচি এবং বর্তমান অর্থবছরের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। পূর্বাশার প্রতিনিধি সভায় জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পূর্বাশা জেলার বিভিন্ন কারুশিল্পীদের কাছ থেকে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৬০ টাকার কারুশিল্প সামগ্রী ক্রয় করেছে। সেইসাথে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩৮৭ টাকার কারু শিল্প সামগ্রী বিক্রয় করেছে। বিভিন্ন হস্তত়াঁত শিল্পীদের কাছ থেকেও পূর্বাশা ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৪৫ টাকার তাঁতবস্ত্র ক্রয় করেছে। তাঁতবস্ত্র বিক্রয় হয়েছে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪ হাজার ৮৯৫ টাকা। টিআরএলএম-এর প্রতিনিধি সভায় জানান, চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ১৬৬২টি কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড এবং ৪২টি ভিলেজ অর্গানাইজেশান গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল সভায় বিভিন্ন স্বাবলম্বন প্রকল্পের স্কিম ও ঋণ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আত্মহত্যা এলাকায় শোক

● প্রথম পাতার পর

হয়। কিন্তু হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, আনার আগেই ছেলের মৃত্যু হয়েছিল।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণপুর থানার পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ বর্তমানে কল্যাণপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

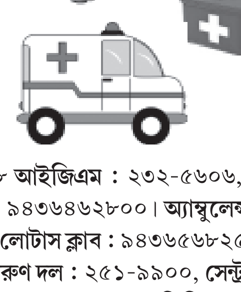

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগামীকাল টিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৫ সালের উচ্চতর মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল এবং মাদ্রাসা আলিম পরীক্ষার ফলাফল আগামীকাল প্রকাশিত হবে। ৩০ এপ্রিল দুপুর ১২টায় পর্ষদের মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পর্ষদের সভাপতি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করবেন। পরীক্ষার্থীরা অন্যান্য বছরের মতো এবারও নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলির মাধ্যমে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে পরীক্ষার ফল (প্রভিশনাল) জানতে পারবে। ওয়েবসাইটগুলি হচ্ছে www.tbse.tripura.gov.in, www.tbresults.tripura.gov.in, www.tripurainfo.com, www.jagaranjosh.com, www.results.shiksha, www.indianexpress.com .

সার্টিফিকেট বিতরণের স্থান ও তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। পর্ষদের সচিব ড. দুলাল দে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি শিবায়ণ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন সদস্য-সদস্যাগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, স্বাবলম্বন প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পশ্চিম জেলার ২৪৪ জনের বিভিন্ন আত্মনির্ভর প্রকল্পে ঋণের আবেদনপত্র মঞ্জর করা হয়েছে। ঋণ দেওয়া হয়েছে ৩৪ জনকে। পিএমইজিপি'তে জেলার ৩০৮ জনের ঋণের আবেদন মঞ্জর করা হয়েছে এবং ৪৪ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। হস্তত়াঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধিগণও সভায় এই শিল্পের বিগত দিনের কর্মসূচি এবং বর্তমান অর্থবছরের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। পূর্বাশার প্রতিনিধি সভায় জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পূর্বাশা জেলার বিভিন্ন কারুশিল্পীদের কাছ থেকে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৬০ টাকার কারুশিল্প সামগ্রী ক্রয় করেছে। সেইসাথে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩৮৭ টাকার কারু শিল্প সামগ্রী বিক্রয় করেছে। বিভিন্ন হস্তত়াঁত শিল্পীদের কাছ থেকেও পূর্বাশা ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৪৫ টাকার তাঁতবস্ত্র ক্রয় করেছে। তাঁতবস্ত্র বিক্রয় হয়েছে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪ হাজার ৮৯৫ টাকা।

টিআরএলএম-এর প্রতিনিধি সভায় জানান, চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ১৬৬২টি কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফাণ্ড এবং ৪২টি ভিলেজ অর্গানাইজেশান গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল সভায় বিভিন্ন স্বাবলম্বন প্রকল্পের স্কিম ও ঋণ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে আজ জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি উত্তম দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পূর্ত দপ্তরের জিরানীয়া অফিসের প্রতিনিধি জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিরানীয়া ও খয়েরপুর পূর্ত বিভাগের অন্তর্গত ৬৪.৯০০ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬০.২৯১ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে আরও ৭.৭২৫ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়নের কাজ চলছে। বিদ্যুৎনিগমের প্রতিনিধি সভায় জানান, পুরাতন আগরতলা ব্লকের পূর্ব চাম্পামুড়ার ঈশ্বরচন্দ্র পল্লীতে ২০টি ভূমিহীন পরিবারে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৬টি বৈদ্যতিক খুটি বসানো হয়েছে। বর্তমানে পরিবারগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধিকে পূর্ববর্তী বিভিন্ন অসমাপ্ত কাজগুলি দ্রত শেষ করার নির্দেশ দেন।

থানায় দিল যুবক

● প্রথম পাতার পর

থাকেন, যদি মালিক এসে খোঁজ করেন। কিন্তু দীর্ঘ সময়েও কেউ না আসায়, পাপাই শেষ পর্যন্ত চেকটি নিয়ে উদয়পুরের রাধা কিশোরপুর থানায় চলে যান এবং পুলিশকে চেকটি হস্তান্তর করেন।

জেলাশাসক ও এসপি

● প্রথম পাতার পর

তিনি। এদিন তিনি আরও বলেন, গোটা ত্রিপুরায় পরীক্ষার ১১ টি কেন্দ্র রয়েছে। তারমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১০ টি এবং ধলাই জেলায় ১টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক আজ

● প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তা বৈঠক। ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার আবহে এই বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা প্রতিবেশী পাকিস্তান 'যুদ্ধ ঘোষণার সমান' বলে অভিহিত করেছে। সেই সঙ্গে সীমান্ত পারাপার বন্ধ করা, পাকিস্তান-ভিত্তিক কিছু ইউটিউব চ্যানেল ও এক্স অ্যাকাউন্ট ব্লক করাসহ একাধিক কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এই চারজনও ঙ্খঙ্খছ-এর স্থায়ী সদস্য এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। এই নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকের পর অনুষ্ঠিত হবে মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটির (ঙ্খঙ্খক্কঙ) বৈঠক।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একের পর এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে নয়াদিল্লি। এর মধ্যে রয়েছে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত, ইসলামাবাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নিম্নমুখী করা এবং ১২টি ভিসা বিভাগের আওতায় পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসা বাতিল করার মতো বড় সিদ্ধান্ত।

এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক থেকে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষা ও কূটনৈতিক কৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে জঙ্গিদের বর্বরোচিত হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই ভারত এবং পাকিস্তানের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। প্রথমে এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল জঙ্গিগোষ্ঠী 'লশকর-এ-ত্যায়বা'র 'ছায়া সংগঠন' টিআরএফ। যদিও পরে দায় অস্বীকারও করে তারা।

ভিত্তিক পশুপাখি প্রদর্শনী ও মেলা

● আটের পাতার পর বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা বিমল কৃষ্ণ দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডুকলী আর ডি ব্লকের চেয়ারম্যান ভোলন সাহা এবং ব্লক সদস্য মলয় লোধসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা বলেন, রাজ্যের পশুপালন খাতকে আরও উন্নত করতে এবং কৃষিপ্রধান পরিবারগুলিকে বিকল্প আয়ের উৎস দিতে এ ধরনের প্রদর্শনী ও মেলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিম জেলায় ১৬৫ জনকে বিনামূল্যে জোয়ার ও বাজরা বীজ বণ্টন

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: গত অর্থবছরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডুকলি, জিরানীয়া ও হেজামারা ব্লক এলাকায় মোট ১৬৫ জনকে বিনামূল্যে জোয়ার ও বাজরা বীজ দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ৮২ হাজার ৫০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানীয়া ব্লকে ১০ জন প্রাণীপালককে নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের অধীন ছাগল প্রতিপালন প্রকল্পে ৫১ হাজার ৭০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এতে মোট ৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা ডা. রাধেশ্যাম দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিলোনীয়ায় মাছচাষে সহায়তা

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: মুখ্যমী মৎস্য বিকাশ যোজনায় গত অর্থবছরে মৎস্য দপ্তরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে বিলোনীয়া মহকুমার মোট ১৩১ জন মৎস্যচাষিকে ছোট পুকুরে মাছচাষের জন্য ১ হাজার করে রুই, কাতল ও মৃগেল মাছের পোনা, চুন ও খাদ্য দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রত্যেক মৎস্যচাষি পিছু ব্যয় হয়েছে ৩ হাজার ৪০০ টাকা করে। বিলোনীয়া মৎস্য তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পশ্চিম জেলার ২৫ হেক্টর জমিতে নারিকেল গাছ রোপণ

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উদ্যোগে গত অর্থবছরে নারিকেল উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পশ্চিম জেলার অন্তর্গত মোহনপুর, বামুটিয়া, লেফুঙ্গা, জিরানীয়া, বেলবাড়ি, পুরাতন আগরতলা, ডুকলি, হেজামারা ও মান্দাই কৃষি মহকুমার মোট ২৫ হেক্টর জমিতে নারিকেল গাছ লাগানো হয়েছে। হেক্টর প্রতি ১৬০টি নারিকেল চারা অনুযায়ী মোট ৪ হাজারটি নারিকেল গাছ লাগানো হয়েছে। এজন্য মোট ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৬০ টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম জেলা উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ উপঅধিকর্তার কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

ঊনকোটি জেলাভিত্তিক আম্বেদকর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: সংবিধান প্রণেতা ড. বি.আর. আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়। ঊনকোটি জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, ভারতবর্ষ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। বিভিন্ন জাতি, সম্পদায়, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছেদের মধ্যেও ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ফলেই ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে উন্নতির শিখরে পৌঁছাচ্ছে। বিশ্বের কাছেও এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তা সম্ভব হয়েছে আমাদের সংবিধানের জন্য। আর এই সংবিধানের রচয়িতা ছিলেন ড. বি.আর. আম্বেদকর। বি.আর. আম্বেদকরের দেখানো পথকে অনুসরণ করতেও তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সোমেন দত্ত ড. বি.আর. আম্বেদকরের রাজনৈতিক জীবন ও সংবিধান প্রণয়নে তার অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ্য সাহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুমারঘাট পুরপরিষদের এস.সি. সাব কমিটির চেয়ারম্যান কার্তিক দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলাকল্যাণ আধিকারিক অমরেশ বর্মণ। উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, গৌরনগর ব্লকের এস.সি. সাব কমিটির চেয়ারম্যান রাজীব সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. বি.আর. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অতিথিগণ।

সালেমায় পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: আজ সালেমা ব্লকের বি.আর.সি. হলে ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা দাসের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে ব্লক এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সালেমা বি.এ.সি. চেয়ারম্যান বিমল দেববর্মা, বি.ডি.ও. প্রীতম দেবনাথ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভাধিপতি ব্লক এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হন এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন যেন সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয় এ বিষয়ে দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন এবং সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন।

বিক্ষোভে ধস্তাধস্তি

● প্রথম পাতার পর

রায় বর্মণ সহ অসংখ্য নেতা-কর্মী। বিক্ষোভ চলাকালীন উত্তেজিত কর্মীদের শান্ত রাখতে বারবার এগিয়ে আসেন সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি কর্মীদের উদ্দীপ্ত না হয়ে শৃঙ্খলা বজায় রেখে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে নেতাজি চৌমুহনীতে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে আয়কর ভবনের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশের তরফে ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে, কংগ্রেস কর্মীরা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন। এই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশও বলপ্রয়োগ করে। অবশেষে কংগ্রেস কর্মীরা ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভ চালিয়ে যান।

এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব দাবি করেন, বর্তমান সরকার দেশের সংবিধানকে নস্যাৎ করার পরিকল্পনা করছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে একদলীয় শাসন কায়েমের লক্ষ্যে এগোচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারই প্রতিবাদে এই রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের এই কর্মসূচিকে ব্যঙ্গ করে সামাজিক মাধ্যমে মুখ খুলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি ফেসবুকে একটি পোস্টে লেখেন, "শুনলাম কংগ্রেস দল নাকি সংবিধান বাঁচানোর জন্য মিছিল করেছে। আসুন এই উপলক্ষে সবাই মিলে একটু মন খুলে হাসি। কংগ্রেস দলের এই অনবদ্য নাটক রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকদের বিনোদন প্রদান করবে।"তিনি আরও লেখেন, "ভাবতে অবাক লাগে যে কংগ্রেস, যারা বারবার দেশের সংবিধানকে পদদলিত করেছে, যারা বলে 'আমাদের কাছে সরিয়া আগে পরে সংবিধান', তারা এখন সংবিধান বাঁচানোর কথা বলছে। লজ্জাজনক, এ যেন এক নির্মম রসিকতা।" এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনীতির ময়দানে নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব দাবি করেছে, বর্তমান শাসকদল গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে। তাই সংবিধান রক্ষার এই আন্দোলন এখন সময়ের দাবী।

গ্রামবাসী অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

হয়ে পড়েছে ফটিকরায়ের গোকুলনগর বাজারের পাশে একটি গ্রাম। একাধিকবার দপ্তরে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে ফটিকরায় গঙ্গানগর মেইন রোডে ২০৮ নং বিকল্প জাতীয় সড়কে রাস্তা অবরোধ করেন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, গোকুলনগর এলাকায় ঘনঘন বিদ্যুৎ না থাকায় দপ্তরের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকাবাসী পথ অবরোধে করে। এলাকাবাসীরা আরও জানান বিদ্যুৎ না থাকার কারণে জল কষ্টে ভুগছে এলাকাবাসী। এদিকে, রাস্তা অবরোধতে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

চীনের লিয়াওনিং প্রদেশে রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ডে ২২ জনের মৃত্যু

বেইজিং, ৩০ এপ্রিল : উত্তর-পূর্ব চীনের লিয়াওনিং প্রদেশের লিয়াওয়াং শহরের একটি রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে চীনের সরকারি বার্তা সংস্থা সিনহুয়া। ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে (ভারতীয় সময় ভোর ৪টা ২৫ মিনিট)। রেস্তোরাঁটি একটি আবাসিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত ছিল বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা সিসিটিভি। দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ঘটনাটিকে 'একটি গভীর শিক্ষণীয় ঘটনা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি দ্রুত আহতদের চিকিৎসা, অগ্নিকাণ্ডের কারণ নির্ধারণ এবং দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

লিয়াওনিং প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সচিব হাও পেং জানিয়েছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ২২টি দমকলের ইঞ্জিন ও ৮৫ জন দমকল কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং আশপাশের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

চীনা সোশ্যাল মিডিয়া ঈদ্রন্ত্রদ্র এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম ঙ-এ ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি দোকানের সম্মুখভাগ থেকে তীব্র কমলা রঙের শিখা বেরিয়ে আসছে এবং পাশেই বহু যানবাহন পার্ক করা রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায় এবং প্যারামেডিকরা আহতদের স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ফুটেজগুলির সত্যতা এখনও যাচাই করা যায়নি।

চীনে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। চলতি বছরের এপ্রিলেই হেবেই প্রদেশের একটি বৃদ্ধাশ্রমে অগ্নিকাণ্ডে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া গ্যাস লিকজনিত কারণে গত বছর হেবেই ও শেনজেন প্রদেশে দুইটি বড় বিস্ফোরণে তিনজন নিহত এবং ২৬ জন আহত হয়েছিলেন। চীন সরকার একাধিকবার নিরাপত্তা বিধিনিষেধ জোরদারের কথা বললেও, এসব দুর্ঘটনা নিয়মিত তদারকি ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ঘাটতির বিষয়টি সামনে নিয়ে আসছে। এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তা মানদণ্ড আরও কঠোর করা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে দেশজুড়ে।

কৌশলগত সহযোগিতা এবং দক্ষতা বিকাশ নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে ভারত ও মিশরের মধ্যে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : ভারত সরকারের কৌশল বিকাশ এবং উদ্যোগ মন্ত্রক (এমএসডিই)র পক্ষ থেকে মিশরের উপ কারিগরী শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ আয়মন বাহা এল দিন-এর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের এক প্রতিনিধি দলকে আলোচনার জন্য নতুন দিল্লির কৌশল ভবনে ২৮ এপ্রিল ২০২৫ আমন্ত্রণ জানানো হয়। ক্রম বর্ধমান ভারত মিশর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই আলোচনা এক নতুন মাইলফলক হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। ২০২৩ সালে দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সহযোগিতা এবং সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মিশরের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান প্রদানের পর তা দু- দেশের সম্পর্ককে এক নতুন লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এমএসডিই-র সচিব অতুল কুমার তিওয়ারী দু-দেশের মধ্যে স্থায়ী জন সম্পর্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, দক্ষতা ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বের রাজধানী করে তুলতে স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের মাধ্যমে ৪ লক্ষের কাছাকাছি ব্যক্তিকে কৃত্রিম মেধা, রোবোটিক্স এবং বিগ ডেটার মতো উন্নত কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৩ লক্ষ উদ্যোগপতি গড়ে তোলা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের (টিভিইটি) পরিমন্ডলকে বিশ্বমানের করে তুলতে ভারতের প্রয়াসের পাশাপাশি বিশ্বস্তরের স্কিল ইন্ডিয়া ইন্টার ন্যাশনাল সেন্টার আন্তর্জাতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে।

মিশরের প্রতিনিধিরা সেদেশের সর্বাত্মক টিভিইটি-র সংস্কার, সেই সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় টিভিইটি-র সর্বাত্মক সংস্কার কর্মসূচি এবং স্কিল ইন্ডিয়া পরিষদ গঠনের উদ্যোগকে ভারতের সুগম ও সাশ্রয়ী দক্ষতা বর্ধক মডেলের অনুরূপ বলে ব্যাখ্যা করেন। উভয় পক্ষই চলতি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাগুলির সাফল্যের কথা স্বীকার করেন। এর মধ্যে রয়েছে ২০২৪ সালের ভারতের এনআইইএলআইটি এবং মিশরের ইনফরমেশন টেকনোলজি ইন্সস্টিটিউট, অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এল-সুইডি গ্রুপের সহযোগিতা এবং ভারতের সহায়তায় কায়রো-তে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়া নিয়ে সমঝোতপত্র উল্লেখযোগ্য।

ভবিষ্যৎ সহযোগিতার লক্ষ্যে উভয় দেশ সম্ভাবনাময় বিভিন্ন ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে যৌথ শংসাপত্রপ্রদান কর্মসূচি, ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময়, ডিজিটাল দক্ষতা এবং উদ্যোগ গড়ে তোলা, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি, পর্যটন এবং নতুন দক্ষতার মতো অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিতেও অত্যাধুনিক কেন্দ্র গড়ে তোলা। উভয় পক্ষই বিশ্ব স্তরের প্রতিযোগিতামুখী এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর্মিগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারস্পরিক দায়বদ্ধতার কথা ব্যক্ত করে। সেই সঙ্গে বৃহত্তর দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ামক হিসেবে ব্যবহারের কথাও বলা হয়।

ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ওয়াশিংটনে ২৩-২৫ এপ্রিল বৈঠক, প্রথম পর্যায় শেষের রূপরেখা চূড়ান্তের আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল : ভারত ও আমেরিকার মধ্যে চলমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার অঙ্গ হিসেবে, দুই দেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে ২৩ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ওয়াশিংটনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই বৈঠকে বাণিজ্য শুল্ক ও অশুল্ক বাধাসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

বিশেষভাবে, উভয় পক্ষ ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ একটি পারস্পরিকভাবে লাভজনক, বহু-ক্ষেত্রভিত্তিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম ধাপ সম্পন্ন করার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

এই চুক্তির মূল লক্ষ্য হল ভারত-আমেরিকা অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও সুসংহত ও সম্প্রসারিত করা।

রাখার কৌশল প্রদ্যোতের

● প্রথম পাতার পর

হরফ বেছে নেওয়ার প্রস্তাবেই আমার আপত্তি রয়েছে। উত্তর-পূর্বের অন্যান্য আদিবাসী ভাষা, যেমন মিজোরামের মিজো, এবং মেঘালয়ের গারো, খাসি এবং জৈন্তিয়া। ওই সব রাজ্যগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ভাষার জন্য রোমান লিপি ব্যবহার করে। এমনকি ৮ম তফসিল স্বীকৃতি ছাড়াই নজির স্থাপন করেছে। তাই রাজ্য সরকারের কাছে ককবরক ভাষা রোমান হরফ ব্যবহারে স্বীকৃতির জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, তিপরা মথা এই দাবিতে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। এই সমস্যাগুলির সমাধান করে ককবরক সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করেন তিনি।

তাঁর দাবি, এখনো পর্যন্ত ৯০ শতাংশ তিপ্রাসা আমার সঙ্গে রয়েছে। বাকি দশ শতাংশ যারা আমার সঙ্গে নেই। তাদের হয়তো কিছুই মিলছে না। তারা যেদিন রাজনৈতিক সুবিধা পাবে আমার সঙ্গেই আসবে। তবুও আমি তাদেরকে সাদরে আমার সঙ্গে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এমনটাই দাবি করে শাসক দল বিজেপিকে চাপে রাখতে চাইছেন তিনি। কারণ, সামনপই এডিসি এবং আঠাশের বিধানসভা নির্বাচন।

8th-6th page -2025 darpan print.pmd 1 4/30/2025, 12:20 AM

সিনিয়র মহিলা টি-টুয়েন্টি ক্রিকেটে জয়ে সূচনা ইউ: ফ্রেন্ডস ও তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং তরুণ সংঘ দুর্দান্ত জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করেছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ, মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। গ্রুপ সি-র খেলায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং তরুণ সংঘ প্রতিপক্ষদের হারিয়ে জয়ের মধ্য দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করেছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে বিনা উইকেটে ১৭৭ রান সংগ্রহ করে। ওপেনিং জুটিতে নিকিতা দেবনাথের অপরাজিত ৯৮ রান এবং রেশমি নোয়াতিয়ার অপরাজিত ৫৫ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। নিকিতার আফসোস রয়ে গেছে ২ রানের জন্য প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি না পাওয়ার। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী চার উইকেট হারিয়ে ৫৩ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজয়ী দলের নিকিতা দেবনাথ ৬৫ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৯৮ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে গ্রুপ সি-র অপর খেলায় তরুণ সংঘ ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করেছে। ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্নেল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৬.১ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করলে জবাবে তরুণ সংঘ ৬.২ ওভার খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের প্রিয়াঙ্কা সাহা দারুন ফিল্ডিং এর পাশাপাশি দুর্দান্ত বোলিং (৩-২-২-১) দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

কৈলাশহরে অনূর্ধ ১৫ দাবা প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। কৈলাসহর লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ও ঊনকোটি জেলা দাবা অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় মঙ্গলবার লায়ন্স ক্লাব কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হলো অনূর্ধ ১৫ বিভাগের দাবা প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় ঊনকোটি, উত্তর ও ধলাই জেলার ৪৬ জন ক্ষুদে দাবারু অংশগ্রহণ করে।মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। আয়োজকরা জানায় প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ ১৫ বিভাগে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাঁচজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তাছাড়া খেলায় অংশগ্রহণকারী বালিকাদের মধ্য থেকে তিনজনকে আলাদা ভাবে পুরস্কৃত করা হবে। একই সাথে অনূর্ধ ১১ বিভাগে তিনজন খেলোয়ারকে পুরস্কৃত করা হবে। মঙ্গলবার সকাল থেকে তিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খুদে দাবারুদের নিয়ে অভিভাবকরা হাজির হন কৈলাসহর লায়ন্স ক্লাব কমপ্লেক্সে।এই দাবা খেলাকে কেন্দ্র করে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি সুপ্রিয় দেব রায়, সার্ভিস চেয়ারম্যান সঞ্জীব চৌধুরী, জোন চেয়ারপার্সন পলাশ দে, ক্লাবের বরিষ্ঠ সদস্য অলক কান্তি ধর, বিধান দাস, অনিন্দিতা দেব সহ দাবা অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা ঊনকোটি জেলার সাধারণ সম্পাদক পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সহ-সভাপতি সুরজিৎ মজুমদার সহ অন্যান্যরা।এই দাবা প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লায়ন্স ক্লাবের সার্ভিস চেয়ারম্যান সঞ্জীব চৌধুরী

বলেন খুদে দাবারুদের উৎসাহিত করতে এই আয়োজন। খেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের বিভিন্ন বিভাগে মোট ১১ টি পুরস্কার প্রদান করা হবে। ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রতিযোগীদের সকালের টিফিন ও দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ২৬ শে এপ্রিল কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে লায়ন্সক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভলিবল টুর্নামেন্ট। কৈলাসহর দাবা অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সুরজিৎ মজুমদার এত সুন্দর পরিবেশে এধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য কৈলাশহর লায়ন্স ক্লাবের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন আজকের প্রতিযোগিতায় মোট ২৩ টি বোর্ড বসানো হয়েছে। তিনি আশা রাখেন ৫ রাউন্ড খেলার পর প্রতিযোগিতার ফলাফল জানা যাবে। আগামী দিনেও লায়ন্স ক্লাব যেন এ ধরনের দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সেই আহ্বান রাখেন সুরজিৎ বাবু।

রাজ্য ক্রিকেট অনূর্ধ ১৫ সেমিফাইনালে সদর এ - উদয়পুরের লড়াই আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সদর এ খেলবে উদয়পুরের বিরুদ্ধে। খেলা ১লা মে, উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে। এক উইকেটে রোমাঞ্চকর জয় সদর এ-র।

হারিয়েছে লংতরাই ভ্যালি মহকুমা দলকে।

খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের। শ্বাসরুদ্ধকর এই জয়ের সুবাদে সদর এ মহকুমা দল সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। নর্থ বিলোনিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ডে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে টস জিতে সদর এ প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

ম্যাচ ৩৮ ওভারে সীমিত করা হলেও লং তরাই ভ্যালি ২০.৩ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৫৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে সদর এ দ্রুত উইকেট হারিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়লেও ১৯.২ ওভার খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের সন্দীপন দাস (৭-৪-৬-৫) দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

কৈলাশহরে বিদ্যানগর ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অপর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে উদয়পুর ৫ উইকেটের ব্যবধানে সদর বি দলকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। টস জিতে উদয়পুর প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সদর বি সীমিত ৪৩ ওভারের মধ্যে ২৪.২ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৫৯ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে উদয়পুর ২২ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিজয়ী দলের নাভির হোসেন (৫.২-১-১১-৫) দারুন বোলিংয়ের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বয়স ভিত্তিক আন্তঃ জেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুরু হয়েছে আন্তঃ জেলা ফুটবল টুর্নামেন্ট। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ এবং অনূর্ধ ১৭ বয়স গ্রুপের ছেলেদের রাজ্যভিত্তিক আন্তজেলা ফুটবল আসর বুধবার থেকে আগরতলায় শুরু হয়েছে। দুটি গ্রুপের প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে দুটি করে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সকাল সাতটায় অনুষ্ঠিত প্রথম খেলায় দক্ষিণ জেলা দল ২-১ গোলের ব্যবধানে ঊনকোটি জেলা দলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে রিদম ত্রিপুরা ও থাঙ্গা ত্রিপুরা গোল দুটি করে।

বিজিত ঊনকোটির পক্ষে একমাত্র গোলটি করে আমন ওড়াঙ। সকাল ৯:৪০ এ দ্বিতীয় ম্যাচে ধলাই জেলা দল ৪-০ গোলের ব্যবধানে পশ্চিম জেলা দলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী ধলাই-এর পক্ষে বেঞ্জামিন দেববর্মা দুটি এবং সমরজিৎ দেববর্মা ও রোহিত ত্রিপুরা একটি করে গোল করে। বিকেল তিনটায় বয়স ভিত্তিক অপর গ্রুপের তথা দিনের তৃতীয় খেলায় ঊনকোটি জেলা দল ৩-০ গোলের ব্যবধানে দক্ষিণ জেলা দলকে পরাজিত করেছে।

বিজয়ী দলের পক্ষে অতনু মগ বিযেশ ত্রিপুরা ও আইচক ত্রিপুরা গোল তিনটি করে। বিকেল পাঁচটায় দিনের অন্তিম খেলায় ধলাই ত্রিপুরা ৭-০ গোলের বড় ব্যবধানে পশ্চিম জেলা দলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে সুরেন রিয়াং হ্যাটট্রিক সহ চারটি গোল করে। এছাড়া শীতেন দেববর্মা, রেমরুইতা ডারলং ও আরিয়ান রিয়াং প্রত্যেকে একটি করে গোল করে।

উল্লেখ্য, সকালে প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রনব সরকার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর-পূর্ব লিটল মাস্টার্স ট্রফির ফাইনালে আজ আসাম - ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল (বুধবার)। প্রথমবারের মতো আয়োজিত উত্তর-পূর্ব লিটল মাস্টার্স ট্রফি ২০২৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে আগামীকাল ত্রিপুরা ও আসাম পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। খেলা গুয়াহাটির ফালাঙ-এ আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে। উল্লেখ্য, রিজার্ভ ডে হিসেবে আজ, মঙ্গলবার সেখানকার দুই মাঠে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। মাঠে জল লেগে থাকার কারণে খেলা পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়। পরপর দুদিন ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন আসাম এবং গ্রুপ বি চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরা দলকে সরাসরি ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র দেয়। উল্লেখ্য গ্রুপে থেকে আসাম পরপর তিন ম্যাচে যথাক্রমে অরুণাচল প্রদেশকে ২৪৯ রানে, মেঘালয়কে নয় উইকেটে এবং মিজোরামকে ২৪৫ রানে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উঠেছিল। একইভাবে গ্রুপ বি থেকে ত্রিপুরা পরপর তিন ম্যাচে যথাক্রমে সিকিমকে ২০৭ রানে, মনিপুরকে ১০ উইকেটে এবং নাগাল্যান্ড ছয় উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছিল। প্রত্যাশা করা হচ্ছে আগামীকাল ফাইনাল ম্যাচে ফেভারিট ত্রিপুরা দল জয়লাভ করে প্রথমবারের মতো আয়োজিত উত্তর-পূর্ব লিটল মাস্টার্স ট্রফি জয় করতে পারবে।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে আসরে অংশ নিচ্ছে ত্রিপুরার সঞ্জীব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মালেশিয়ার কুয়ালালামপুরে এবার হবে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। এই চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার জন্য ডাক পেয়েছেন ত্রিপুরা থেকে সঞ্জীব সূত্রধর। তিনি সুটকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার কোচ এবং একই সঙ্গে সেক্রেটারি। ১ মে থেকে শুরু হবে এই আসর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে। এই লক্ষ্যে কুয়ালালামপুরে উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন ত্রিপুরার ক্যারাটে খেলোয়ার তথা কোচ সঞ্জীব সূত্রধর। পাঁচবার ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করেছেন সঞ্জীব সূত্রধর।

অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আগামীকাল খোয়াই - কমলপুর মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম সেমিফাইনালে খোয়াই খেলবে কমলপুরের বিরুদ্ধে। খেলা ১লা মে, তেলিয়ামুড়ায় ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে। ৭ উইকেটে দুর্দান্ত জয় খোয়াই-এর। হারিয়েছে শান্তিরবাজার মহকুমা দলকে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে খোয়াই মহকুমা দল সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে টস জিতে শান্তিরবাজার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ম্যাচ ৪৭ ওভারে সীমিত করা হলেও শান্তিরবাজার ৩৭ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে খোয়াই ৩২.৫ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের তন্ময় সূত্রধর (৮-০-৩১-৪) দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

শান্তির বাজারে বাইখোড়া স্কুল গ্রাউন্ডে অপর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কমলপুর ৮ উইকেটের ব্যবধানে সোনামুড়াকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। টস জিতে কমলপুর প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সোনামুড়া সীমিত ৩৩ ওভারে আট উইকেটে ১২২ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে কমলপুর ২৪.৫ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিজয়ী দলের শুভজিৎ ধর (৭-৩-১৩-৩) দারুন বোলিংয়ের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে জয়ে সূচনা ব্লাডমাউথ, এগিয়ে চল-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ, মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। গ্রুপ এ-র খেলায় ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং এগিয়ে চল সংঘ প্রতিপক্ষদের হারিয়ে জয়ের মধ্য দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করেছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ব্লাডমাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিউ প্লে সেন্টার ১৯.২ ওভার খেলে ৪০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের পায়েল নমঃ দুর্দান্ত বল করে (৪-১-৬-৩) দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে গ্রুপ এ-র অপর খেলায় এগিয়ে চল সংঘ ১০ উইকেটের ব্যবধানে বিদ্যাসাগর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করেছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিদ্যাসাগর কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ১১ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৩৬ রান সংগ্রহ করলে জবাবে এগিয়ে চল সংঘ ২.৫ ওভার খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের মৌচেতি দেবনাথ ১১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ২৭ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়।

ছত্তিশগড়ে জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২৩ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘোষিত হলো ২৩ সদস্যের ত্রিপুরা দল। ১২ মে থেকে ছত্রিশগড়ে শুরু হবে অনূর্ধ -২০ স্বামী বিবেকানন্দ ফুটবল প্রতিযোগিতা। তাতে অংশ নেবে ত্রিপুরা। ওই আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ২৩ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষণা করেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার সচিব অমিত চৌধুরী। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলছে ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি শিবির। প্রথম ধাপে শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন ৩৫ জন ফুটবলার। তাদের থেকে বাছাই করে ২৩ জনকে আনা হয়েছে। ত্রিপুরা দলের কোচ নির্বাচিত হয়েছেন রাজু লামা। ত্রিপুরাকে আসরের 'ডি' গ্রুপে রাখা হয়েছে। ওই গ্রুপে ত্রিপুরা সহ রয়েছে মিজোরাম, ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্র এবং হিমাচল প্রদেশ।

১২ মে ঝাড়খন্ড, ১৪ মে হিমাচল প্রদেশ, ১৮ মে মিজোরাম এবং ২০ মে গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে ত্রিপুরা মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ঘোষিত ত্রিপুরা দলে তেমন নামিদামী কোনও ফুটবলার নেই বললেই চলে। ফলে জাতীয় আসরে ত্রিপুরার পারফরমেন্স কেমন হবে তা নিয়ে রয়েছে সন্দেহ।

কোচ রাজু লামা বিশ্বাস করেন, লড়াকু দল দেওয়া হয়েছে আমার হাতে। আশাকরি ছেলেরা হতাশ করবে না। সম্মানজনক ফলাফল করেই রাজ্যে ফিরবে। অনুশীলনে মূলত ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর উপরে জোর দিচ্ছেন কোচ। ঘোষিত ত্রিপুরা দল: গৌরব দেব, সৌরভ ত্রিপুরা, মনি কলই, বিরু দেববর্মা, রুপম সাঁওতাল, রাজীব সিনহা, বিটু জমাতিয়া, মনি ত্রিপুরা, খাসরাং জমাতিয়া, বিপ্লব দেববর্মা, বিশাল দেববর্মা, বিলাস দেববর্মা, দীনেশ জমাতিয়া, নেলসন ত্রিপুরা, নবকিশোর সিনহা, সুমিত ত্রিপুরা, সুখদয়াল জমাতিয়া, সৌম্য কান্তি দাস, অধীন জমাতিয়া, বিনোদ কুমার রিয়াং, আসলান কুমার রিয়াং, রঞ্জিত ত্রিপুরা এবং লালরিং লিয়ানা ডার্লং। কোচ রাজু লামা, ম্যানেজার সুশান্ত দেববর্মা এবং ফিজিও সায়ন দেব।

এ ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেট ১ম ইনিংসে লিড নিতে এগিয়ে ওপিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুরু হয়েছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এ ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দুই দিনের এবং দুই ইনিংসের খেলা। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ম্যাচের দুই ইনিংসের খেলা শেষ না হলে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে দল অধিক পয়েন্ট পাবে। প্রথম ম্যাচে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে শতদল সংঘ এবং ওল্ড প্লে সেন্টার তথা ওপিসি-র ম্যাচ চলছে প্রথম দিনের খেলা শেষে ওল্ড প্লে সেন্টার ১৩৫ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে আরও ৭ উইকেট। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ওপিসি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে শতদল সংঘ দিনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময় নিয়ে ৬৫ ওভার খেলে ২০৭ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে শুভম সূত্রধরের ৫২ রান এবং দেবরাজ দে-র ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য।

ওপিসি-র অধিনায়ক শুভম ঘোষ দুর্দান্ত বোলিং উপহার দিয়ে ৭১ রানে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, অর্কদ্যুতি দে পেয়েছে চারটি উইকেট ৩৮ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ওল্ড প্লে সেন্টার দিনের খেলা শেষে ২৩ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে ৭২ রান সংগ্রহ করে। নিরুপম সেন চৌধুরী বাইশ রানে এবং রাহুল চন্দ্র সাহা ১৬ রানে উইকেটে রয়েছেন। শতদলের অধিনায়ক ভিকি সাহা ১৮ রানে দুটি এবং বিপিন শর্মা ১০ রানে একটি উইকেট পেয়েছেন। আগামীকাল (বুধবার) ম্যাচের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে ওপিসির লক্ষ্য রয়েছে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে অধিক পয়েন্ট প্রাপ্তির।

সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে জয় দিয়ে লীগ শুরু মৌচাক, চাম্পামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মৌচাক এবং চাম্পামুরা কোচিং সেন্টারও জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করেছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আজ, মঙ্গলবার গ্রুপ বি-র খেলায় মৌচাক ক্লাব এবং চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার প্রতিপক্ষদের হারিয়ে জয়ের মধ্য দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করেছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মৌচাক ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৭ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৬৩ রান সংগ্রহ করে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে এ ডি নগর প্লে সেন্টার ৫ উইকেট হারিয়ে ২০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের পূজা দাস দুর্দান্ত বল করে (২-০-৫-৫) দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

টিআইটি গ্রাউন্ডে গ্রুপ বি-র অপর খেলায় চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ৪৪ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি কে পরাজিত করেছে।ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করলে জবাবে ইউনাইটেড বি এস টি ৭ উইকেট হারিয়ে ৮৩ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়।

বিজয়ী দলের গিয়া মন্ডল ৪৬ বল খেলে ১টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩৪ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়।

২০২৮ থেকে আইপিএলে বদল

বদলে যাবে আইপিএল। ২০২৮ সাল থেকে নতুন ফরম্যাটে হবে প্রতিযোগিতা। এক রকম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে পরিকল্পনা। প্রতিযোগিতার মাঝে পরিবর্তনের কথা জানিয়ে দিলেন আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল।

২০২৮ সাল থেকে আইপিএলে হবে ৯৪টি করে ম্যাচ। ৬০ থেকে ৬৫ দিন ধরে চলবে প্রতিযোগিতা। হোম-অ্যাওয়ে লিগ শুরু হবে আইপিএলে। এমনই পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) পরের ফিউচার ট্যুর পোগ্রামে (এফটিপি) আইপিএলের জন্য আরও বেশি সময় বরাদ্দ করার আশ্বাসও দিয়েছে বলে দাবি বিসিসিআই কর্তাদের। ২০২৮ সাল থেকে আইপিএলের নতুন সম্প্রচারস্বত্ত্বও বিক্রি করবে বোর্ড।

এখন আইপিএলের দলগুলিকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। গ্রুপ 'এ'র দলগুলি পরস্পরের সঙ্গে দু'টি করে ম্যাচ খেলে হোম-অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে। গ্রুপ 'বি'র দলগুলির সঙ্গে খেলে একটি করে ম্যাচ। তেমনই গ্রুপ 'বি'র দলগুলি নিজেদের মধ্যে দু'টি করে ম্যাচ খেলে। গ্রুপ 'এ'র দলগুলির সঙ্গে খেলে একটি করে ম্যাচ। ২০২৮ সাল থেকে কোনও গ্রুপ থাকবে না। প্রতিটি দল পরস্পরের সঙ্গে দু'টি করে ম্যাচ খেলবে। পুরো লিগ হবে হোম-অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে। এর ফলে ম্যাচের সংখ্যা ২০টি বাড়বে। এক সাক্ষাৎকারে ধুমল বলেছেন, "আইপিএলের ফরম্যাট পরিবর্তন নিয়ে বোর্ডের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। আইসিসির সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে আমাদের। পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। আইসিসির প্রতিযোগিতা, দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট এবং টি-টোয়েন্টি লিগ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহ পর্যালোচনা করা হবে। পুরো বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। সব কিছু চূড়ান্ত করার আগে আরও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তবে গুরুত্ব দিয়েই আমরা ভাবছি। প্রতিযোগিতার অংশীদারেরা যাতে সর্বাধিক লাভবান হয়, সেটাই নিশ্চিত করা দরকার।"

তা হলে কি আরও বেশি দিন ধরে চলবে প্রতিযোগিতা? ধুমল বলেছেন, "বাড়তি সময় খুব একটা প্রয়োজন নেই। ৭৪টি ম্যাচের জায়গায় ৮৪টি বা ৯৪টি হবে। প্রত্যেক দল পরস্পরের সঙ্গে হোম-অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে খেললে ৯৪টি ম্যাচ হবে। আইসিসির প্রতিযোগিতা এবং দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলোর জন্য পর্যাপ্ত সময় রাখতেই হবে। এখানে সময় কমানো খুব একটা সম্ভব নয়। তবে ক্রিকেট ক্রমশ বদলাচ্ছে। একটা সময় আমাদের হয়তো বিকল্প ভাবতেই হবে।"

এ বছরও ৬৪ দিনের সূচিতে হচ্ছে আইপিএল। তা হলে ফরম্যাট পরিবর্তনে সমস্যা কোথায়। অতিরিক্ত ক্রিকেটের কথা বলেছেন ধুমল। তাঁর বক্তব্য, "এ বছর প্রচুর ক্রিকেট রয়েছে। ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ ম্যাচের সিরিজের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলেছে। তার পর শুরু হয়েছে আইপিএল। তাই এ বার আইপিএলে ম্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা ভাবা হয়নি। আমরা উপযুক্ত সময়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।"

হুইলচেয়ারে থাকা দ্রাবিড়কে দাঁড় করিয়ে দিলেন বৈভব

জয়পুরের মাঠে বৈভব সূর্যবংশী শতরান করতেই উঠে দাঁড়ালেন রাহুল দ্রাবিড়। আইপিএলের শুরুর আগে পায়ে চোট পেয়েছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের কোচ। হুইলচেয়ারে করেই মাঠে ঘুরতে দেখা যেত তাঁকে। সোমবার সেই দৃশ্য দেখা যায়নি। বৈভব শতরান করার পর উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছিলেন তিনি। দাঁড়ানোর সময় একটু হোঁচট খেয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রের সাফল্যের পর আর বসে থাকতে পারেননি।

সোমবার মহম্মদ সিরাজ, ইশান্ত শর্মা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, রশিদ খানের মতো বোলারকে অনায়াসে মাঠের বাইরে পাঠাচ্ছিলেন বৈভব। মাত্র ১৪ বছর ৩২ দিনের একটি ছেলের পক্ষে কী ভাবে এমন বোলারদের শাসন করা সম্ভব! বৈভব বাস্তবে তা করে দেখালেন। এর নেপথ্যে রয়েছেন রাহুল দ্রাবিড় এবং ভিভিএস লক্ষ্মণ।

অনূর্ধ-১৯ ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন বৈভব। সেই দলের কোচ ছিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। একটি ম্যাচে ৩৬ রান করে আউট হয়ে যান। কেঁদে ফেলেছিলেন সাজঘরে ফিরে। বৈভবের কোচ মনোজ ওঝা বলেন, "একটা ম্যাচে বৈভব ৩৬ রানে আউট হয়ে গিয়েছিল।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

ফটিকরায়ের রাজকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নানা সমস্যায় জর্জরিত

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: ফটিকরায়ের রাজকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নানা সমস্যায় জর্জরিত। এমনকি, হাসপাতালটিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীও নেই। তাছাড়া, ওই এলাকাটিতে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব এবং নিরাপদ পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও নেই, যা স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া, হাসপাতালের চারপাশের দেয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। যা ভবনের স্থায়িত্ব নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। শুধু অবকাঠামোর দুরবস্থাই নয়, হাসপাতালটিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীও নেই। ফলে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তার উপর এলাকাটিতে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব এবং নিরাপদ পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও নেই, যা স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

হাসপাতালের এক কর্মচারী বলেন, রাজকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালটি বর্তমানে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আছে। নতুন বিল্ডিং হলেও চারিদিকে ফাটল ধরেছে। পর্যাপ্ত স্টাফ নেই, যার ফলে রোগীদের ঠিকমতো পরিষেবা দিতে পারছি না। বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের সমস্যাও প্রকট। আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি, দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে যেন হাসপাতালের দুর্দশা দূর করা হয় এবং মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।"

এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে রাজকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ এবং মৌলিক সুবিধার উন্নতি ঘটিয়ে হাসপাতালটিকে কার্যকর স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে পরিণত করা হোক।

নেশার টানে চুরি, হাতেনাতে আটক দুই যুবক

বিশালগড়, ২৯ এপ্রিল : নেশার টাকার জোগাড় করতে গিয়ে চুরির চেষ্টার অভিযোগে দুই চোরকে গাড়িসহ আটক করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে বিশালগড় বাইপাস এলাকায় এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাইসাইকেল চুরি করতে এসেছিল দুই যুবক। স্থানীয়দের সন্দেহ হলে ধাওয়া করে দু'জনকে ধরে ফেলে তারা। এরপর বিদ্যুতের খুঁটির সাথে বেঁধে উত্তম মাধ্যম দেয় এলাকাবাসী।

খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তদের ও তাদের ব্যবহৃত গাড়িটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা চুরির কথা স্বীকার করেছে এবং চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল নেশার টাকার ব্যবস্থা করা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

কৈলাশহরে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

কৈলাশহর, ২৯ এপ্রিল : ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্মজয়ন্তী আজ ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করে জেলা ওয়েলফেয়ার দপ্তর।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে। এরপর ডঃ আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কুমারঘাট নগর পঞ্চায়েতের এস.সি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কার্তিক দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্গ সাহা, জেলা ওয়েলফেয়ার অধিকর্তা অমরেশ বর্মন, মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার এবং গৌরনগর ব্লকের এস.সি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রাজীব সরকার সহ একাধিক বিশিষ্টজন। ডঃ আম্বেদকরের জীবনদর্শন, সংবিধান প্রণয়নের ভূমিকা ও সামাজিক ন্যায়ের সংগ্রাম নিয়ে বক্তারা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে খেলা প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো এবং ডঃ আম্বেদকরের জীবনীভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

উত্তর ত্রিপুরায় জাতীয় পঞ্চায়েত রাজ দিবস ২০২৫ উদযাপন

কৈলাসহর, ২৯শে এপ্রিল: আজ দুপুর ১২টায় উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো জেলা ভিত্তিক জাতীয় পঞ্চায়েত রাজ দিবস ২০২৫-এর বিশেষ অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বৃক্ষের শিকড়ে জল সেচনের মধ্য দিয়ে, যার মাধ্যমে এই বিশেষ দিবসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক শ্রীমতী চান্দনি চন্দ্রণ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা নাথ, জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক শ্রী মনোজ দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে জাতীয় পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার তাৎপর্য, গ্রামীণ উন্নয়নে এর অবদান এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন, যারা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে গ্রামীণ উন্নয়নের দিকনির্দেশনা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

এক ভারতীয় টাউট পুলিশের জালে

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জিআরপি পুলিশ একজন ভারতীয় টাউটকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে জিআরপি। তাদের দীর্ঘদিন ধরে আটক করার চেষ্টা চলছিল। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস। ওসি তাপস দাস বলেন, বাংলাদেশীদের রাজ্যে প্রবেশ সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত সোনামুড়া ধনপুরের বাসিন্দা জাকির হোসেনকে দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ আটক করার চেষ্টা করছিল। গোপন সূত্রের খবরে বিএসএফের সহায়তায় তাকে সেই এলাকা থেকে আটক করে। তারা বাংলাদেশীদের রাজ্যে প্রবেশে সহায়তা করা এবং আগরতলার রেলস্টেশনের মাধ্যমে অন্যান্য রাজ্যে যাওয়ার সহায়তা করেন। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

গোপন সূত্রে অভিযান, যাত্রাপুর থানার সাফল্য তিন বাংলাদেশি সহ গাঁজা উদ্ধার

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার পুলিশের একটি সফল অভিযান পরিচালিত হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে ধনপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বৈদ্যনাথ গ্রামে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তিনজন বাংলাদেশিকে আটক করেছে। অভিযানে একটি বাড়ি থেকে প্লাস্টিকের দুইটি ড্রামে ভর্তি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম মাইনুল ইসলাম, দ্বিতীয় জন তাইজুল ইসলাম এবং তৃতীয়জন জহিরুল্লাহ। তিনজনেরই বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে বৈদ্যনাথ গ্রামের জাকির হোসেনের বাড়িতে বসবাস করছিল। তবে অভিযানের সময় বাড়ির মালিক জাকির হোসেন পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

যাত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) সুব্রত দেবনাথ বলেন, গভীর রাতে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি টিএসআর এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানে ধৃত তিনজনকে গাঁজা সেবনের সময় হাতেনাতে ধরা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছে, তারা কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশ থেকে এসে ওই বাড়িতে আস্তানা গেড়েছিল এবং স্থানীয়ভাবে শুকনো গাঁজা সংগ্রহ করছিল। ওসি সুব্রত দেবনাথ আরও বলেন, বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের এই ধরনের কার্যকলাপে জড়ানো অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিএসএফের সঙ্গে যৌথভাবে টহলদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। থানার আওতাভুক্ত এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে এ ধরনের অপরাধমূলক তৎপরতা বন্ধে পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী একযোগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সামাজিক কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের, আহত এক

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: চিকিৎসার জন্য এক যুবককে সাথে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার সময় বাইক ও জেসিবি'র সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে জড়িত এক এনজিও কর্মী। আজ কৈলাসহরের কাউলিকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আরও এক যুবক। ঘটনার পর ঘাতক জেসিবি চালক প্রজেস সিনহাকে (২৩) আটক করেছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, চিকিৎসার জন্য এক যুবককে সাথে নিয়ে বাইকে চেপে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন ৩৫ বছরের জ্ঞান চাকমা। কিন্তু কৈলাসহর কুমারঘাট জাতীয় সড়কের কাউলিকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আসামাত্রই বাইক ও জেসিবির সংঘর্ষ ঘটে। তাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে জ্ঞান চাকমা। সে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক এনজিও কর্মী ছিলেন। পাশাপাশি আহত অপর এক যুবক। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, স্বাস্থ্য কর্মীরা পর ঘাতক জেসিবি চালক প্রজেস সিনহাকে (২৩) আটক করেছেন।

উত্তর দেওছড়ায় কৃষকদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

পানিসাগর, ২৯ এপ্রিল : ৫৭-নং যুবরাজনগর বিধানসভার অন্তর্গত উত্তর দেওছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শশীমোহন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অন্নদাতা কৃষকদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচিতে কৃষকদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কৃষি-সুবিধা, আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত মানের ফসল উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকদের বোঝানো হয় কীভাবে বর্তমান প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন আরও লাভজনক করা যায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দেওছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান বনবীর সিনহা, কিষান মোর্চার মন্ডল সম্পাদক বাসুদেব সরকার, পানিসাগর এগ্রি সাব-ডিভিশন অফিসার সমীরণ দাস এবং পঞ্চায়েতের অন্যান্য প্রতিনিধি। বক্তারা জানান, কৃষক সমাজকে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ করে তোলাই বর্তমান সময়ের মূল চ্যালেঞ্জ, এবং এই ধরনের ক্যাম্পিং সেই দিকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আনন্দনগরে এক দিবসীয় ব্লক ভিত্তিক পশুপাখি প্রদর্শনী ও মেলা

আগরতলা, ২৯শে এপ্রিল: প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং জাতীয় লাইভস্টক মিশনের যৌথ উদ্যোগে এক দিবসীয় ব্লক ভিত্তিক পশুপাখি প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠিত হল আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। এই মেলায় প্রদর্শিত হয় বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি ও তাদের আধুনিক পরিচর্য্যা পদ্ধতি। প্রাণিপালকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই মেলায় প্রাণিপালন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিমনা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে হামলা, ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল : সিমনা কেন্দ্রের বিজেপি'র বিজিত প্রার্থী বিনোদ দেববর্মার গাড়িতে রহস্যজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাতে হেজামারা বাজার সংলগ্ন তাঁর বাড়ির সামনে রাখা গাড়িটিতে দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গাড়িটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারা এই হামলার পিছনে রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, পুলিশের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বিনোদের ভাই কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছিল। তবে এই অভিযোগ ও হামলার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় কৃষকদের জন্য দ্বিতীয় দফায় কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, খুশি কৃষক সমাজ

বিলোনিয়া, ২৯শে এপ্রিল: "কৃষক আমাদের অন্নদাতা"এই মন্ত্রে বিশ্বাস রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে আজ রুপাইছড়ি ব্লকের কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্তের নেতৃত্বে এবং উদ্যোগে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। আজ বিলোনিয়া কৃষি গোডাউন থেকে এডিসি এলাকাভুক্ত রুপাইছড়ি ব্লকের কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ২১টি মিনি ট্রাক্টর এবং ৪২টি স্প্রে মেশিন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনু বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, রুপাইছড়ি ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান রাখি ত্রিপুরা এবং সমাজকর্মী বিপুল ভৌমিক। কৃষি যন্ত্রপাতি পেয়ে খুশি কৃষকরা। সবচেয়ে প্রশংসনীয় দিক হলো, যন্ত্র বিতরণে মহিলা কৃষকদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপে আনন্দিত মহিলা কৃষকরাও।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ বলেন, জেলা পরিষদ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের গণ্ডি ছাড়িয়ে এডিসি এলাকায় কৃষকদের সহায়তা করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। তিনি সভাধিপতি দীপক দত্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সভাধিপতি দীপক দত্ত জানান, এই দ্বিতীয় দফায় জেলাজুড়ে মোট ৩২০টি মিনি ট্রাক্টর এবং ৪৫০টি স্প্রে মেশিন বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ব্লকের কৃষক এই সুবিধার আওতায় এসেছেন।"

এই উদ্যোগ কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সকলে। প্রান্তিক কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতেই জেলা পরিষদের এই নিরন্তর প্রয়াস।

পশ্চিম জেলার ২৫ হেক্টর জমিতে নারিকেল গাছ রোপণ

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল : উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের উদ্যোগে গত অর্থবছরে নারিকেল উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে পশ্চিম জেলার অন্তর্গত মোহনপুর, বামুটিয়া, লেফুঙ্গা, জিরানীয়া, বেলবাড়ি, পুরাতন আগরতলা, ডুকলি, হেজামারা ও মান্দাই কৃষি মহকুমার মোট ২৫ হেক্টর জমিতে নারিকেল গাছ লাগানো হয়েছে। হেক্টর প্রতি ১৬০টি নারিকেল চারা অনুযায়ী মোট ৪ হাজারটি নারিকেল গাছ লাগানো হয়েছে। এজন্য মোট ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৬০ টাকা ব্যয় হয়েছে। পশ্চিম জেলা উদ্যানপালন ও ভূমি সংরক্ষণ উপঅধিকর্তার কার্যালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল : পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে আজ জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি উত্তম দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন
জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় পূর্ত দপ্তরের জিরানীয়া অফিসের প্রতিনিধি জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিরানীয়া ও খয়েরপুর পূর্ত বিভাগের অন্তর্গত ৬৪.৯০০ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬০.২১১ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে আরও ৭.৭২৫ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়নের কাজ চলছে। বিদ্যুৎনিগমের প্রতিনিধি সভায় জানান, পুরাতন আগরতলা ব্লকের পূর্ব চাম্পামুড়ার ঈশ্বরচন্দ্র পল্লীতে ২০টি ভূমিহীন পরিবারে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৬টি বৈদ্যুতিক খুটি বসানো হয়েছে। বর্তমানে পরিবারগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধিকে পূর্ববর্তী বিভিন্ন অসমাপ্ত কাজগুলি দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল : পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাগৃহে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি শিবায়ণ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন সদস্য-সদস্যাগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, স্বাবলম্বন প্রকল্পে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পশ্চিম জেলার ২৪৪ জনের বিভিন্ন আত্মনির্ভর প্রকল্পে ঋণের আবেদনপত্র মঞ্জুর করা হয়েছে। ঋণ দেওয়া হয়েছে ৩৪ জনকে। পিএমইজিপি"তে জেলার ৩০৮ জনের ঋণের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ৪৪ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধিগণও সভায় এই শিল্পের বিগত দিনের কর্মসূচি এবং বর্তমান অর্থবছরের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। পূর্বাশার প্রতিনিধি সভায় জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পূর্বাশা জেলার বিভিন্ন কারুশিল্পীদের কাছ থেকে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৬০ টাকার কারুশিল্প সামগ্রী ক্রয় করেছে। সেইসাথে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩৮৭ টাকার কারু শিল্প সামগ্রী বিক্রয় করেছে। বিভিন্ন হস্ততাঁত শিল্পীদের কাছ থেকেও পূর্বাশা ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৪৫ টাকার তাঁতবস্ত্র ক্রয় করেছে। তাঁতবস্ত্র বিক্রয় হয়েছে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪ হাজার ৮৯৫ টাকা।

টিআরএলএম-এর প্রতিনিধি সভায় জানান, চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ১৬৬২টি কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এবং ৪২টি ভিলেজ অর্গানাইজেশান গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ চলছে। সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল সভায় বিভিন্ন স্বাবলম্বন প্রকল্পের স্কিম ও ঋণ দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশন থেকে আটক বাংলাদেশি, উদ্ধার চুরির সামগ্রী

আগরতলা, ২৯শে এপ্রিল : গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফ-এর তৎপরতায় আজ সকাল প্রায় ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন থেকে ৩ জন বাংলাদেশি নাগরিক ও ২ জন ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা আগরতলা থেকে সিলচরগামী ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছিল বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে।

গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশি নাগরিকরা বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানার অন্তর্গত লাকড়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা। অপরদিকে ধৃত দুই ভারতীয় দালাল একজন খোয়াই জেলার এবং অন্যজন অসমের শিলচর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়াও, বিএসএফ ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী এলাকায় একাধিক অভিযানে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে চোরাচালান রুখে দেয়। এই অভিযানে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের চোরাচালান সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে, যাতে চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ ঠেকানো যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas